

চাকমা প্রবাদ প্রবচন বাগ্‌ধারা ও ধাঁধাঁ

বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

ঢাকমা প্রবাদ প্রবচন বাগধারা ও ধাঁধাঁ

বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান



রাজমাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
রাজমাটি

ঢাকমা প্রবাদ প্রবচন বাগ্‌ধারা ও ধাঁধাঁ

প্রকাশনায়

গবেষণা ও প্রকাশনা শাখা

উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
রাঙ্গামাটি

প্রথম প্রকাশ

রাঙ্গামাটি : ২০০৫ খ্রিঃ

প্রচ্ছদ

খগেন্দ্র ঢাকমা

কম্পিউটার কম্পোজ

ও

মুদ্রণে

বিন্যাস কম্পিউটার কম্পোজ

৪২, শৈল বিতান, রাঙ্গামাটি

মূল্য : ১০০.০০ (একশত) টাকা মাত্র।

Chakma Probad Probochon, Bagdhara O Dhadha
(Proverbs, Idioms and Riddles of the Chakma) Published by
Research and Publication Wing, Tribal Cultural Institute,
Rangamati. Price : Tk. 100.00 Only.

প্রসঙ্গ-কথা

চাকমা সমাজে সুদূর অতীতকাল থেকে প্রচলিত বহু প্রবাদ ও প্রবচন পাওয়া যায়। এ সকল প্রবাদ ও প্রবচনে অতীতকালের বহু অজ্ঞাত জ্ঞানী-গুণীর উপদেশমূলক বাণী এবং নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ তথ্য পাওয়া যায়। যেগুলির মূল্য এক কথায় অপরিসীম। চাকমা ভাষায় প্রবাদ ও প্রবচন মূলক কথাগুলিকে “দাগকথা” কিংবা উচ্চারণ ভেদে “দাঘকথা” বলা হয়। দাগকথা শব্দের আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ হলো ‘ডাক’-এর কথা। উল্লেখ্য যে, “ডাক” শব্দের সাথে চাকমাদের “দাগকথা”-এর ‘দাগ’ (উচ্চারণ ভেদে দাঘ) শব্দের ব্যুৎপত্তিগত সম্পর্ক রয়েছে।

‘ডাক’ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্পর্কে ডঃ ওয়াকিল আহমেদ লিখেছেন- “আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, “তিব্বতী ভাষায় “ডাক” শব্দের অর্থ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা; তাহা হইতেই ডাকের বচনের অর্থ জ্ঞানের বচন বা Word of wisdom. তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন করিত বলিয়া বৌদ্ধ একটি সম্প্রদায়কে ডাক বলিত। (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ ১৯৯৫ বাংলা লোক সাহিত্য: মন্ত্র, পৃঃ ৩৮) অতএব, চাকমাদের “দাগকথা” শব্দের অর্থ জ্ঞানীর বচন অর্থে গৃহীত হতে পারে। চাকমা লেখক প্রয়াত বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান ১৯৭৪ সালে প্রথমে ১৪৫টি “দাগকথা” সংগ্রহ করেছিলেন। পরে তিনি এ বিষয়ে সংগ্রহ বাড়িয়ে ৩৮৬টি পর্যন্ত দাগকথা সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। যদিও তিনি সংগ্রহের সংখ্যা ৩৮৪টি লিখেছেন। তাঁর এই সংগৃহীত ‘দাগকথা’ গুলি ১৯৮৪ সালের জুন মাসে রাজ্যমাটিস্থ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত সংস্কৃতি বিষয়ক অনিয়মিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা “গিরি নির্ঝর”-এর ৪র্থ সংখ্যায় ডঃ জাফার আহমাদ হানাফী (তৎকালীন সহকারী পরিচালক, গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ, উ. সা. ই. রাজ্যমাটি)-এর সম্পাদনায় প্রথম বারের মত প্রকাশিত হয়েছিল। অতপর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে পাঠকদের মধ্যে উত্তরোত্তর আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এটিকে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ

হিসেবে প্রকাশ করা হলো। পাঠকদের আগ্রহের কারণে মিঃ দেওয়ান কর্তৃক সংগৃহীত ১৯১টি চাকমা বাগ্‌ধারা এবং কিছু ধাঁধাও এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আমরা এ মূল্যবান বিষয়ক গ্রন্থটি প্রকাশের সদয় অনুমতি দানের জন্য সর্বপ্রথমে রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. মানিক লাল দেওয়ান-এর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য অত্র ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক মিস সাহানা দেওয়ান, সহকারী পরিচালক জনাব রুনেল চাকমা ও রিসার্চ অফিসার শুভ্র জ্যোতি চাকমাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি, গ্রন্থটি পাঠক সমাজে সমাদৃত হবে।



(সুগত চাকমা)

পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)

উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
রাজ্যমাটি।

ভূমিকা

আমাদের চাকমা সমাজে বহু 'দাগকথা' (প্রবচন) ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী সভ্যতার সংস্পর্শে এসে এগুলো আমরা এখন ভুলতে বসেছি। গ্রামাঞ্চলে মেলা মজলিসে হঠাৎ করে এখনো যা দুয়েকটা দাগকথা কানে আসে। বলাবাহুল্য যে, গায়ের বুড়োবুড়ীরাই শুধু এখন এসবের ধারক আর বাহক। ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে দাগ কথগুলো উন্নত জাতিসত্তার পরিচয় বহন করে। সব জাতের মধ্যে দাগকথা পাওয়া যায়না। সে হিসেবে চাকমারা এখন উপজাতি আখ্যায়িত হলেও দাগকথাগুলো নিঃসন্দেহে তাদের সুপ্রাচীন জাতীয় ঐতিহ্যের সাক্ষ্য দেয়।

গত ১৯৭৪ ইংরেজীতে আমি আমার সংগ্রহ থেকে ১৪৫টি দাগকথা বাংলা একাডেমিতে পাঠিয়েছিলাম। সেগুলো থেকে ১৪৩টি দাগকথা একাডেমি গ্রহণ করে। বাংলা একাডেমি পত্র সংখ্যা ১০০০৪২/বা/এ তারিখ ৮/৫/৭৪ ইংরেজী।

চাকমা দাগকথাগুলো খুবই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। অল্প কিছু দাগকথা বাংলাভাষা থেকেও এসে গেছে। সেগুলো সহজে চেনা যাবে। নিখুঁত চাকমা দাগকথাগুলো পরিপূর্ণ চাকমা ভাবধারা মতে গঠিত। এখানে শব্দগত ও বৃৎপত্তিগত অর্থ সহ ৩৮৪টি দাগকথা, ১৯১টি বাগ্ধারা এবং কিছু বানাহ অর্থাৎ চাকমা ধাঁধা তুলে দেওয়া গেল। বাগ্ধারাগুলো দাগকথারই প্রায় সমগোত্রীয় এবং স্বভাবতই জাতীয় বৈশিষ্ট্যে ভরপুর।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
❑ প্রবাদ প্রবচন (দাগকথা)	৯ - ৬১
❑ চাকমা বাগ্‌ধারা	৬২ - ৮৪
❑ বানাহ্ (চাকমা ধাঁধাঁ)	৮৫ - ৯২
❑ বানাহ্‌র উত্তর (ধাঁধাঁর উত্তর)	৯৩ - ৯৬

প্রবাদ প্রবচন

(দাগকথা)

অ

- অজাত্যা কুরাহ্ নাগে কানে ফোর্
এক ঘর কজ্যা সাত্ ঘরত্ ওহল্ ।
বেজাতের মুরগির নাকে কানে পালক গজায় । এক ঘরের তুচ্ছ ঝগড়া সাত
ঘরে ছড়িয়ে পড়ে ।
- অখে খাং, আর জুমত্ উধে ।
যা খুব খাই, তা' আবার (আমার) জুমে এমনিই হয় । বাংলা প্রবাদ- “যে খায়
চিনি, তারে জোগায় চিন্তামনি ।”
জুম- এক ধরণের পাহাড়ি চাষ এবং চাষের ক্ষেত্র ।
- অখে দুম পুয়া, আর পুনত্ ঘু ।
এমনিতে ডোমের ছেলে তার আবার পৌদে শু ।
ভাবার্থ- ছেলেটা যেমন ক্ষীণ স্বাস্থ্য তেমনি অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে । ভিন্ন
অর্থে- একেত গরীবের ছেলে, তার আবার চুরির অপবাদ আছে ।
- অহক্ কথা কলেহ্ আশ্বক্ বেজারু,
গরম্ ভাত্ দিলে বিলেই বেজারু ।
হক কথা শুনিয়ে দিলে আহাশ্বুক ব্যাজার হয়ে যায় আর গরম ভাত খেতে দিলে
বিড়াল ব্যাজার হয়ে যায় । ভাবার্থ- ‘অপ্রিয় সত্য বলতে নেই’ ।
- অহক্ চোল্ ন কারি রঝা চোল্ ।
আজকে খাবার চাল না কেড়ে রোয়াজার ব্যাহগারের চাল কাড়া । ভাবার্থ-
নিজের কাজ ফেলে পরের কাজে সাহায্য করতে যাওয়া ।
- অহরিঙ লখে চঙরা পাগল্ ।
হরিণের দেখা দেখিতে সম্বরও উতলা । অসম বয়েস, অসম অবস্থার লোককে
কোন কাজ করতে দেখে নিজের পক্ষে তা' বেমানান হলেও কেউ তা' করতে
গেলে এই প্রবাদটা বলে তাকে হুঁশিয়ারী দেওয়া হয় ।

□ অহলিবে কায্য নাঝা ।
অবহেলায় কার্য নাশ হয় ।

□ অহলে দখ্যা,
নলেহ্ আখ্যা ।

জুটবার হলে বেশিই জোটে, না জোটোর হলে কিছুই না । উর্দু প্রবাদ- “খোদা যব দেতা ছাঙ্গড় ফোড়কে দেতা ।”

আ

□ আগে খায় আগে দায়,
তা লাগত্ ক্য ন পায় ।

আগে খায় আগে চলে যায়, তার নাগাল কেউ না পায় ।

□ আগে গেলে বাঘে খায়,
পিঝে গেলে সনা পায় ।

আগে গেলে বাঘে খায় অর্থাৎ কোন নতুন বিষয়ের পত্তন করতে গেলে কিংবা কোন অভিযানের বেলায় অগ্রগামীদের উপর দিয়েই প্রথম ছোটটা আসে । পিছে গেলে সোনা পায় । অর্থাৎ পরে যারা যায় তারা স্বল্প আয়াসে মজা লুটতে পারে ।

□ আগুনত্ দিলে মরা গুণনিবয়্য তিন্ পাক্ খায় ।

আগুনে দিলে মরা গুঁটকী মাছও তিন পাক খায় । অর্থাৎ বিপদে পড়লে প্রত্যেকেই নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে প্রাণপন চেষ্টা করে থাকে ।

□ আঘে কাবজ্যারু আঘে জারু
নেই কাবজ্যারু নেই জারু ।

যার কাপড় আছে অর্থাৎ কাপড় কেনার সামর্থ্য আছে, তার শীত বেশি লাগে । যার কাপড় নেই অর্থাৎ কাপড় কেনার সামর্থ্য নেই, তার শীতও কম লাগে ।

□ আঝার কলা বাজারত্ যায় ।

আষাঢ় মাসে লাগানো কলার ফলন এত বেশি যে খেয়ে শেষ করা যায় না, বিক্রি করতে বাজারে নিতে হয় ।

- আখি পার্ অহ্লে পাজি ।
আশি বছর বয়স পেরোলে মানুষ পাজি অর্থাৎ মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায় ।
- আন্ধাওরু খদা রাকখোল ।
অন্ধ গরুর খোদা রাখাল অর্থাৎ নিরীহকে খোদা রক্ষা করেন ।
- আবিদ্যানে রাজারে চজ্যায় ।
অবর্তমানে রাজারও নিন্দে করে থাকে । তুলনীয় বাংলা প্রবাদ- “পেছনে রাজার মাকেও ডাইনী বলে ।”
- আমন আন্দাজ্ পাগলে বুঝে ।
পাগলেও বোঝে নিজের ওজন কত ।
- আমন বুদ্ধি সনা পোরের্যা বুদ্ধি রাং
আরালায়া পারালায়া বুদ্ধি গাজ মাধাং তাং ।
নিজের বুদ্ধি সোনা, পরের জোগানো বুদ্ধি রাং - এর মত স্বল্প মূল্য, এবং পাড়া প্রতিবেশীদের জোগানো বুদ্ধি গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখ অর্থাৎ গ্রহণ করে কাজ নেই । ইংরেজী প্রবাদ- "Self help is the best help."
- আমন মাধা ফেজ্জা ক্যয় ন দেখে ।
নিজের মাথার ময়লা অর্থাৎ নিজের দোষ ত্রুটি কেউ দেখতে পায়না ।
- আমন লগ্নন্ পররেহ্ দি,
বাবন্যহ্ মরে আহ্ গরি ।
নিজের লগ্ন পরকে বাতলে দিয়ে বামুন মরে হাঁ করে । হাতের কড়ি পরকে ধার দিয়ে নিজে ঠেকায় পড়লে এই প্রবাদ বাক্যটা বলা হয়ে থাকে ।
- আমনতুন খেলে খা'
পরতুন খেলে চা' ।
নিজের থাকে খাও, পরের থাকে চাও ।
- আমনতুন ন খেলে দুনিয়ো আন্ধার ।
নিজের না থাকলে অর্থাৎ পয়সা, কড়ি, ধন, সম্পদ ইত্যাদি নিজের না থাকলে দুনিয়া অন্ধকার দেখতে হয় ।
- আমনে থগিলে বাবরেহ্ ন কয় ।
নিজে ঠকলে বাপকেও বলতে নেই ।

- আমনে ন পায় জাগা,
কুস্তা পুঝে বাগা ।
নিজে থাকার জায়গা পায়না, ভাগে পুষতে কুকুর নিয়ে আসে । বাংলা প্রবাদ-
“আপনি শুতে ঠাই পায়না, শঙ্করাকে ডাকে ।”
- আরুখাত্তনু দারুখা,
কাবরু ন উরিহ জারু খা ।
দুর্গতির উপর দুর্গতি, কাপড় গায়ে না দিয়ে ঠাভা লাগাও আর দুর্গতিটা আরো
বাড়ুক ।
- আরাৎ আরা আবুজে ।
বর্ষায় নদীতে যখন ঢল নামে তখন স্রোতের মুখে গাছ, বাঁশ ইত্যাদি নানা
জঞ্জাল ভেসে আসে । এক কথায় এগুলোকে ‘আরা’ ‘আরাচাক’ বলা হয়ে
থাকে । এগুলোর কোন একটা গাছ কিংবা বাঁশ নদীতে কোথাও বেঁধে গেলে
পর পর সেখানে আরো কত ‘আরা’ এসে জমা হয় । ভাবার্থ- দুর্ভাগ্য কখনও
একা আসেনা কিংবা ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে একটার পর একটা সৌভাগ্যের উদয়
হয় ।
- আল্জি মান্জ্যরু বরু পঝা ।
কুড়ের স্বভাব বড় বোঝা নেওয়া ।
- আহ্‌ঘানাত্তনু ভেরেন্তো দাঙর ।
পায়খানা করার চাইতে তার ‘ভুর ভুর’ শব্দ বেশি । অর্থাৎ- কাজের অনুপাতে
বেশি হৈ চৈ করা ।
- আহ্‌জ ত্যনু দই বাজ্‌ ত্যনু,
গুই এহ্‌রা লই বিগুনু ত্যনু ।
হাঁসের মাংস দিয়ে বাঁশকডুল আর গোসাপের মাংস দিয়ে বেগুনের তরকারি
খুব জমে ।
- আহ্‌জ্জার কুব ন এক্‌ কুবে চেলি ।
হাজার কোপের নৌকা, এক কোপে চেলাকাঠ অর্থাৎ যে কোন বড় কাজ
সামান্য ভুলে পত্ত হয়ে যেতে পারে ।

- আহজিয়ে রাজিয়ে শুরাবো,
নিদিয়ে পুদিয়ে বুরাহবো ।
হাসি খুশিতে ছেলেটা, নীতি নিয়মে বুড়োটা ।
- আহত পুর্বে কুজুপাদা ধরে ।
হাত পুড়তে কচু পাতা ধরে দেখে অর্থাৎ হাত যখন পোড়ে তখন একটুখানি
ঠান্ডা পেতে যা লাগলে গা চুলকোয়, সেই কুচপাতাও লোকে লাগিয়ে দেখে ।
ইংরেজী প্রবাদ- "Necessity knows no law."
- আহন্তে আহন্তে নলা,
গাদে গাদে গলা ।
হাঁটতে হাঁটতে পায়ের হাড় শক্ত হয় আর গাইতে গাইতে গানের গলা তৈরি
হয় ।
- আহদ পাজ্জ আঙুল সঙ্গ নয় ।
হাতের পাঁচ আঙুল সমান নয় অর্থাৎ শক্তি, সাহস, বুদ্ধি বিবেচনায় সব মানুষ
সমান হতে পারে না ।
- আহদ বাঙোরি খেবরক্ খায় ।
হাতের খাড়ু ঠৌকর খায়, একে অপরের ঠোকাঠুকি লাগবে তাতে আর আশ্চর্য
কী?
- আহদিব্ পন্দিদে ইজ্জা মাথাৎ ঘু ।
অতি পন্ডিত তাই চিংড়ির মাথায় শু । বাংলা প্রবাদ- "অতি চালাকির গলায়
দড়ি ।"
- আহদিব্ পন্দিদে পধ কুরে আহ্বে ।
অতি পন্ডিত পায়খানা করে রাস্তার ধার ঘেঁষে অর্থাৎ- পন্ডিতমূর্খ ।
- আহদে বানিহ্ ভাদে ন মারে ।
হাতে বেঁধে ভাতে মারেনা । বাংলা প্রবাদ- হাতে মারে ত ভাতে মারে না ।
- আহরায়দে মাচ্ছো দাঙর ।
যে মাছটাকে ধরা গেলনা মনে হয় সেটিই বুঝি সবচেয়ে বড় ছিল ।
- আহল্ কাম্ ছারি বাল্ কাম্ ।
হালের কাজ ছেড়ে চুল কাটা অর্থাৎ নাপিতের কাজ । কেউ কর্তব্য ফেলে
অকাজে লিগু হলে তাকে লক্ষ্য করে এটা বলা হয়ে থাকে ।

ই

- ইক অহলে কারাহকারি,
দিভা অহলে আরাআরি,
তিন্ন অহলে আঘাআঘি ।

প্রথম একটা সন্তান হলে তাকে নিয়ে মা বাপের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় ।
দুটো হলে আড়াআড়ি চলে, কে কোনটা কোলে নেবে । তিনটে হলে বিভ্রম
এসে যায় ।

- ইগিম কলা,
বাগল ভালা ।

সাদরে দেওয়া কলার খোসাও খেতে ভালো লাগে ।

ঈ

- ঈজাব গুরু বাঘে খেই ন পারে ।

হিসাবের গুরু বাঘে খেতে পারেনা । অর্থাৎ নিত্য গোনাগুনতির মধ্যে সম্পত্তি
তহরুপ হওয়ার আশঙ্কা থাকে না ।

উ

- উজু আঙুলে ঘি ন উধে ।
সোজা আঙুলে ঘি উঠেনা ।

- উচ্চা মরে একালে
লুচ্চা মরে কালে কালে ।

সরল মানুষ শুধু একালেই মরে অর্থাৎ কষ্ট পায় । লুচ্চা কিন্তু ইহকাল পরকাল
খোয়ায় ।

- উজোলে ন মরে,
বুগিয়ে মরে ।

বারে নয় ভারেই মরতে হয় । ভাবার্থ- হালকা বোঝা বার বার নিলেও ক্ষতি
হয়না, কিন্তু অত্যাধিক ওজনের বোঝা নিলে তা মৃত্যুর কারণও হতে পারে ।

- উত্তম্ পেঝা সাউ সদাগর
মধ্যম্ পেঝা চাঝা,
তাখুন্ অধম্ পেঙ্-পেয়াদা
সাজন্যা তগায় বাঝা ।

উত্তম পেশা সাউ সদাগর মধ্যম পেশা চাঝা; তারো অধম পাইক পেয়াদা, সাঁঝে খোঁজে বাসা । সংস্কৃত প্রবাদ- “বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, তদর্দ্ধং কৃষি কশ্মনিং তদর্দ্ধং রাজসেবায়্যাং ভিক্ষয়াং নৈব নৈব চ ।”

- উত্তরে মঙ্গলে মঙ্গল নেই ।

মঙ্গল বারে উত্তরে গেলে মঙ্গল হয়না অর্থাৎ যাত্রানাস্তি ।

- উদ্যা মাধা ফুত্যা গেই,
তারে দেলেহু যাত্রা নেই ।

কোথাও যাবার মুখে কোনো মেয়ে উদ্যোম মাধা কিংবা শোয়া অবস্থায় গাই গরু দেখলে তবে যাত্রানাস্তি ।

- উবুরে উবুরে বৌইয়্যার বায়,
কলগ মাদিয়ে থান্ ন পায় ।

পাহাড়ের উপরে যখন বাতাস বয়ে যায় তখন নীচের উপত্যকার মাটি তা টের পায়না । ভাবার্থ- দুঃখ কষ্টের ঝড়ঝাপটা বড়দের মাথার উপর দিয়েই যায়, ছোটরা তা’ টের পায়না ।

- উল্লা লাগোরি পুগরু ব
নগান্ মাধাং দি জুমোরান্ ব ।

উল্টো লাকড়ি পূবের বাও, নৌকাখানা মাথায় দিয়ে টোকাউ বাও । মোটামুটি এর অর্থ, “উল্টা বুঝিলি রাম ।”

উ

- উনা ভাদে দুনা বল
অতি ভাদে রঝাস্তল্ ।

উনো ভোজনে দুনো বল হয়, আর অতি ভোজনে রসাতলে যেতে হয় অর্থাৎ মৃত্যু ঘটে ।

- উরুমুর যাত্রা,
যে গরে বিধাতা ।

ছড়মুড় করে যাত্রা কর অর্থাৎ দিন ক্ষণ দেখার দরকার নেই । বিধাতা যা' করার তা' করবেন অর্থাৎ কপালের বাইরে আর কী হবে?

- উলং আহত্‌ দি বাদাল্যা যা' ।

এর শব্দগত অর্থ হলো কোষে হাত দিয়ে ফাঁকিতে পড়া । একবার ভাগের সময় ভুলে একজন বাদ পড়ে যায় । লজ্জায় সে বলতেও পারেনা, তাই সবাই যখন যে যার ভাগ কোঁচড়ে ভরে নিয়ে যাচ্ছে সেও তখন লজ্জা ঢাকতে পরনের কাপড় কোঁচড়ের মত কোষের জায়গায় গুটিয়ে ধরে বাড়ি রওনা দেয়, যেন সে কতই না তার ভাগের ভাগ নিয়ে যাচ্ছে । তখন থেকে কেউ কোন কারণে প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত হলে তাকে এই প্রবাদটা বলা হয়ে থাকে ।

- উলং নেই তেনা,
মিধা গুলি ভাতখানা ।

কোষ ঢাকার কাপড় জোটেনা, সে কিনা শুধু মিষ্টি দিয়ে ভাত খেতে চায় ।

এ

- এক্‌ আহদে মাজ্যা শেল্‌ দি আহদে খুয়েই ন পারে ।

এক হাতে নিষ্কেপ করা শেল যতদূর গিয়ে গাঁথে, তখন দু'হাতেও তা' টেনে তোলা যায় না । ভাবার্থ- সহজে কারো অনিষ্ট করা যায়, কিন্তু তার প্রতিকার করা অতি দুর্লভ ব্যাপার ।

- এক্‌ কঝা খেলেয়া রোন্‌
দি কঝা খেলেয়া রোন্‌ ।

এক কোঁয়া খেলেও রসুন দুই কোঁয়া খেলেও রসুন । ভাবার্থ- ক্ষুদ্র অপরাধ, বড় অপরাধ- অপরাধই ।

- এক্‌ কুবে গাজ্‌ ন পরে ।

এক কোপে গাছ কাটা যায়না । ভাবার্থ- একবারের প্রচেষ্টায় কোন কার্যসিদ্ধি হয়না, বিশেষ করে কারো মন ভেজাতে হলে ।

- এক্ তুলে খেদে,
এক্ তুলে পুদে ।

গেরস্তকে উন্নতির পথে তুলে ধরে তার ক্ষেত আর না হয় তার কোন উপযুক্ত ছেলে ।

- একদিনে জারকাল্ ন যায় ।

একদিনে শীতকাল শেষ হয়ে যায়না । বাংলা প্রবাদ- “এক মাঘে শীত যায় না ।”

- এক মুরোস্তন্ এক্ মুরো অজল্ লাগে ।

এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড় দেখলে সেটাই উঁচু মনে হয় । কবির ভাষায়- “নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস, ওপারেতে সর্ব সুখ আমার বিশ্বাস ।”

- এক্ মোক্যা ঝাদি ভাত্,
দি মোক্যা লাধি ভাত্,
তিন্ মোক্যা কবালত্ আহত্ ।

যার এক বিয়ে সে সকাল সকাল খেতে পায় । যার দুই বিয়ে তাকে পা দিয়ে ঠেলে দেওয়া পাত্রের ভাত খেতে হয় । আর যার তিন বিয়ে তার কপালে ভাত ত জোটেই না, শুধু কপালে হাত দিয়ে হয়! হয়! করতে হয় ।

- এক্ শ্যালর্ বিজা তনুতনেলে, বেক্ শ্যালর্ বিজা তনুতনায় ।

এক শেয়ালের কোষে ব্যথা উঠলে সকল শেয়ালের কোষে ব্যথা উঠলে পড়ে । বাংলা প্রবাদ- “সব শেয়ালের এক রা ।”

- এগা নজত সর্ষ দুক্খ ।

দলের মধ্যে একজন নষ্ট মানুষ থাকলে সে একা সবার জন্য দুঃখ ডেকে আনতে পারে ।

- এগা সয্য তেল্ নয় ।

একটা সরষেতে তেল হয়না অর্থাৎ একতাই বল ।

- এহুখো শুগেলে মোচ্ছ পারাহ্ ।

হাতিটা শুকালে মোষের সমান অর্থাৎ ধনী ঘরে অবস্থা বিপর্যয় ঘটলেও সাধারণ গেরস্তের চাইতে অনেক সঙ্গতিপন্ন থাকে । বাংলা প্রবাদ- “হাতি মরলে লাখ টাকা ।”

- এহুথো যাদে ন দেষে,
উন্দুরবো দেষে ।
হাতি যেতে দেখা যায় না, ইঁদুরকে যেতে দেখা যায় । ইংরেজি প্রবাদ-
"Penny rich pound foolish."
- এহুথো যায়
লেচ্ছান্ থায় ।
হাতিটা পেরিয়ে যায় কিন্তু লেজটা বেঁধে থাকে । বাংলা প্রবাদ- "দিন যায় কথা
থাকে ।"
- এহুদে মোঝে বাঝেলাক্ কোল্
নল্ খাগারা আহ্‌বাল্ ওহল্ ।
হাতি এবং মহিষে ঝগড়া হলো, নল খাগড়া উজাড় হলো । বাংলা প্রবাদ-
"রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায় ।"
- এহুদো ঘা, পাদা অসুখ ।
হাতির ঘায়ে কিনা পাতা ঔষধ । প্রয়োজনের তুলনায় প্রাপ্তির পরিমাণ অতি
নগণ্য হলে লোকে এই প্রবাদ বাক্যটা বলে থাকে ।
- এহুয়া খেয়্যা বাঘ দরে ধেয়্যছ্,
চিৎ খেয়্যা বাঘ লাগ্ পেয়্যছ্ ।
মাংসখেকো বাঘের ভয়ে পালিয়েছ কী একেবারে কলজে খেকো বাঘের হাতে
পড়েছ । ভাবার্থ- স্বল্প অনিষ্টকারী লোকের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে আর
কারো আশ্রয় নিলে পরে দেখা যায়, সেই-ই আবার সব কিছু গ্রাস করে বসে
আছে ।
- এহুয়া পুন্তে শিক্কাধি পুরে ।
মাংস পুড়তে শিকও পোড়ে (শিক কাবাবের বেলায়) । ভাবার্থ- আপনজনদের
নিগৃহীত হতে দেখলে গোত্র প্রধানের মনেও কষ্ট হয় ।
- এহুয়া মাছ দাবানা সাচ,
রান্যা বিণ্ডন্ ঘন্যা মাছ ।
মাছ-মাংস, বিশেষ কবে উরুর রানের মাংস আর ঘন্যা মাছের গুটকি দিয়ে
পুরনো জুম খেতের বেগুন তরকারি খেতে খুব ভালো ।

- এহুং এলেহু গাজ্ তগাতগি ।
একেবারে হাতি এসে পড়লে তবে গাছ খোঁজাখুঁজি, চড়ে প্রাণ বাঁচারে বলে ।
বাংলা প্রবাদ- “মৃত্যুকালে হরিনাম ।”
- এহুং কিনি পারে, কাষি কিনি ন পারে ।
হাতি কেনা যায় কিন্তু রশি কেনা যায় না । অর্থাৎ হাতি কেনা সহজ, তার
প্রতিপালন খরচটাই বেশি ।
- এহুং মরা কুলা ধাগি রাখেই ন পারে ।
মরা হাতি কুলো দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না । অর্থাৎ যে কোন বৃহৎ ঘটনা লোক
চক্ষুর আড়ালে রাখা যায় না ।
- এহুং লোই এহুং ধরে ।
হাতি দিয়ে হাতি ধরতে হয় । অর্থাৎ কাউকে দলে টানতে হলে তার
সমপর্যায়ের লোকের মাধ্যমেই তা’ সম্ভব হয় ।

ক

- কদালে বুগেদি ন তানি পিঝেদি ন তানে ।
কোদাল বুকে না টেনে পিঠে টানেনা অর্থাৎ আত্মীয় আত্মীয়ের পক্ষ সমর্থন
করবে এটাই স্বাভাবিক ।
- কথা নেই কুধি,
ম মোক পেদোলি ।
গল্প করার আর কিছু নেই, এখন বলে কিনা আমার স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছে ।
- কথারে যিন্দি তানে সিন্দি লান্না অহুয় ।
কথাকে যদিকে টানা যায় সেদিকে লন্না হয় অর্থাৎ বাক্‌চাতুৰ্য দিয়ে যদিকে
খুশি কথার মোড় ঘোরানো যায় ।
- কথায় কথায় বিয়েই পেদত্ ভাত্ নেই ।
কথায় কথায় বেয়াই- এর পেটে ভাত পড়ে না । গল্প গুজবে মন্ত থাকাতে
অতিরিক্ত খাবার দিতে দেরি হলে সচরাচর লোকে এই প্রবাদ বাক্যটা প্রয়োগ
করে থাকে ।

□ কনে জানে সীতা বীতা,
আমি মরি মাজ্জ চিদা ।

কে জানে কোন সীতা, আমি মরছি মাছের চিন্তায় । সীতা অবৈষনের সময়
শ্রীরামচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে বক নাকি এই জবাব দেয় । কাজের তাড়া থাকলে
এই প্রবাদটা বলে অন্যের প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করা হয় ।

□ কবাল্যারু কবালু
আকবাল্যার সিনে চেনবালু ।

ভাগ্যবানের কপাল ফলতেই থাকে আর পোড়া কপাল লোকের কিছুই
জোটে না ।

□ কবাল্যারু ধনেদি যায়,
আকবাল্যারু জনেদি যায় ।

যার কপাল ভালো, বিপদে আগদে ধনসম্পদের উপর দিয়েই তার কাঁড়া কেটে
যায় কিন্তু যার কপাল মন্দ তার পরিবারে প্রাণহানি ঘটে ।

□ কলিৰু ধনু ম্যাবাদে যায় ।
কৃপণের ধন অমনিই যায় ।

□ কলি যুগত্ সত্য নেই,
বুক্ চিরি দেষেলেয়্য পত্য নেই ।

কলিযুগে সত্য লুপ্ত হয় । কেউ সত্য বললে, এমনকি বুক চিরে দেখালেও
তাতে কারো প্রত্যয় হয়না ।

□ কা ওরুরে কল্লা ধুমা দেবু
কার গরুরে কে ঘোঁয়া দেয় । বাংলা প্রবাদ- “কার গোয়ালে কে ঘোঁয়া দেয়” ।

□ কাতিৰু কলা আহতিয়ে খেলি ন পারে ।
কার্তিক মাসে লাগানো কলার ঝাড় এত বড় হয় যে, হাতিতেও ঠেলতে পারে
না ।

□ কাদা লই কাদা খুয়ায় ।
কাঁটা দিয়ে কাঁটা খোলে । সংস্কৃতি প্রবাদ- “কটকে নৈব কটকম্” ।

□ কানরে চেং দেষেলে পাব নেই পুন্যায় নেই ।
অন্ধকে পুরুষাঙ্গটা দেখালে পাপও হয়না পূণ্যও হয়না ।

□ কানা কুমত্ পানি ন ধালে ।

ফুটো কলসীতে পানি ঢালতে নেই অর্থাৎ সেখানে অপচয়ের সহস্র হ্রিৎপথ রয়েছে সেখানে কোন প্রকার সাহায্য করতে যাওয়া সময়ের অপচয় মাত্র ।

□ কানেদে পুয়ায় দুধ পায়,
না, ন কানেদে পুয়ায় দুধ পায়?

যে ছেলে কাঁদে সে দুধ খেতে পায়, না যে ছেলে কাঁদেনা সে দুধ খেতে পায় ।
অর্থাৎ চাইতে হয়, দুনিয়াতে অযাচিতভাবে মাও ছেলেকে দুধ দেয়না ।

□ কাম দরে ফগির ।

কাজ করার ভয়ে ফকির সাজা ।

□ কাম নেই গর্তুং
বাল্ নেই ছার্তুং ।

কাজ নেই যে করবো, কেশ নেই যে তুলবো । কেউ মিছিমিছি অকাজে লিপ্ত হলে তাকে এই প্রবাদটা শোনানো হয়ে থাকে । বাংলা প্রবাদ- “নেই কাজ তো খই ভাজ ।”

□ কালে শোরি, কালে বো ।

সময়ে শাতড়ি সময়ে বৌ অর্থাৎ সময়ে শাতড়িকেও বৌয়ের কথায় উঠতে বসতে হয় ।

□ কুদুমত্ কুদুম্ বানত্ বান্ ।

কুটুম্বিতার উপর কুটুম্বিতা অর্থাৎ কিনা বন্ধনের উপর বন্ধন ।

□ কুনিয়ার পিখা
কুনিয়ার আখা ।

কোথাকার পিঠে আর কোথাকার আঠা । বাংলা প্রবাদ- “কোথাকার জল কোথায় গড়ায় ।”

□ কুয়া কুরি মন্তন্ পানি খেই ন পারে ।

বোঁড়া মাঝেই কুয়োর পানি খাওয়া যায় না । বাংলা প্রবাদ- “গাছে না উঠতে এক কাঁদি ।”

□ কেন্যা দুজ্ গৱেহ্ মাল্যা কাবা খায়্ ।

বাচ্চা শূয়োরটা দোষ করে অর্থাৎ ক্ষেত নষ্ট করে আর খাসি করা শূয়োরটার গর্দান যায় । ভাবার্থ- ছোটর দোষে বড়র শাস্তি ।

□ কায়্ এক্ আধু লামিলে আমনে একরান্ লামা পরে ।

সাহায্যের জন্যে কেউ হাঁটু পানিতে এসে নামলে, তাকে সাহায্য করতে নিজে কোমর জলে গিয়ে দাঁড়াতে হয় ।

খ

□ খদায়্ পেত্ দ্যে ভাদ দ্যে ।

খোদা যেমন পেট দিয়েছেন তেমনি ভাতও দিয়েছেন । বাংলা প্রবাদ- “জীবন দিয়েছেন যিনি আহাৰ দিয়েছেন তিনি ।”

□ খাদি ঝারত বরু বাঘ্ যায়্ ।

ছোট টুকরো টাকরা জঙ্গলেও বড় বাঘ থাকে । ভাবার্থ- অজ্ঞ পাড়াগাঁয়েও বাঘা লোকের সন্ধান মিলতে পারে ।

□ খানাত্ মেয়্যা দয়্যা ।

ভাগ বাঁটোয়ারা করে খাওয়ার মধ্যে মায়া দয়া অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি প্রকাশ পায় । ভিন্ন অর্থে- খাবার বেলাতেই দয়া দেখানো উচিত, কর্তব্য হাঁসিলের বেলায় কিন্তু অনুদার হতে হয় ।

□ খেই দেই বাজিলে তারে কয় ধন,
মরি ধরি বাজিলে তারে কয় জন্ ।

খেয়ে দেয়ে বাঁচে তারে বলে ধন, মরে হেজে বাঁচে তারে বলে জন ।

□ খেইন্যায় যে আহাষে মুদে,
তা' ঘরত্ ন যায় বোদ্যর্ পুদে ।

যে নিয়ামিত খায় আর নিয়ামিত পায়খানা পেছাপ করে, তার ঘরে কোন বৈদ্যের পুত যায় না । অর্থাৎ যাবার দরকার হয় না ।

□ খেই পাল্যে বাব নাং ।

ছেলেপুলেরা ভালো খেতে পারলে বাপের সুনাম । বাংলা প্রবাদ- “আপনি বাঁচলে বাপের নাম ।”

□ খেইয়্যা সমারে বারইয়্যা ন জিনে ।

ভোজনকারীদের সাথে পরিবেশনকারী কুলিয়ে উঠতে পারেনা । ভাবার্থ- একা সবার সুখ-শান্তি বিধান করা দুঃসাধ্য ব্যাপার ।

□ খেদ চেলেহু ধর্ম নেই
ধর্ম চেলেহু খেদ নেই ।

খেতে চাইলে অর্থাৎ ভোগ করতে গেলে ধর্মলাভ হয়না । আর ধর্ম পালন করতে গেলে সজ্জাগ হয় না ।

□ খেদ ন খেলে দেনু পারাহু ।

খাবার সংস্থান না থাকলে ডাইনীর মত । এরূপ লোক বাড়িতে এলেও সবাই চোখে চোখে রাখে পাছে কিছু সরিয়ে নিয়ে যায় । বাংলা প্রবাদ- “হাভা থেকে সবাই দূর দূর করে ।”

□ খেলে জুরায়,-
নে, পেলে জুরায়?

পেলেই হয়না, খেলেই তবে প্রাণটা ঠাভা হয় ।

□ খেলে দিন যায়,
ন খেলে দিন যায় ।

খেতে পেলেও দিন যায়, না খেতে পেলেও দিন যায় অর্থাৎ প্রাচুর্যের মধ্যেও দিন কাটে, দুঃখ কষ্টেও দিন কাটে ।

গ

□ গরচ্যা বেজে,
ধারচ্যা কাল্যাগা খুজে ।

যার গরজ সে বেচতে যায়, সখের ক্রেতা ধারে চায় ।

- গাজ্জ উবুরে শুই,
খুরা ভাত্ খেই যা' তুই ।

গোসাপ রয়েছে গাছে, খুড়েকে নেমস্তন্ন করছে, “ভাত খেয়ে যাও” অর্থাৎ কিনা গোসাপের মাংস দিয়ে । বাংলা প্রবাদ- “গাছে কাঁঠাল গৌফে তেল ।”

- গাছ চিনে বাগলে,
মানুচ্ চিনে আক্কেলে ।

কোন জাতের গাছ বাকল দেখে তা' চেনা যায় । মানুষকে চেনা যায় তার আক্কেল ও বুদ্ধি বিবেচনায় ।

- গাদত ন আদে শুই, কুলা লেজত্ বানেহ্ ।

গর্তটা এমনিতে গোসাপ ঢোকান মত প্রশস্ত নয়, তাই আবার গোসাপটার লেজে একখানা কুলো বাঁধা । ভাবার্থ- যেখানে সূঁচ ঢোকেনা সেখানে কুড়ল ঢোকাতে চায় ।

- গিরজ্জ্বর সেদাম্ বৃষ্টি চুরে তিন্ বক্চা বানেহ্ ।

গেরস্তের দৌড় বুঝে চোর তিন বোঁচকা বেঁধে সব চুরি করে নিয়ে যায় । ভাবার্থ- গেরস্ত উদাসীন অথবা অসাবধান হলে দাসী চাকরও কাজে ফাঁকি দিতে থাকে আর নিত্য এটা ওটা ঘরের জিনিস সরাতে থাকে ।

- গিরজ্জ্বল্ চুর্ দাদ ।

গেরস্তের চাইতে চোরের দাপট হলো কিনা বেশি । ঘরের মধ্যে কোন আশ্রিত ব্যক্তি গেরস্তের চাইতে প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠলে তাকে লক্ষ্য করে এই প্রবাদটা বলা হয়ে থাকে ।

- গিলি ন পারে কাদাত্যায়,
ছারি ন পারে সুয়াদত্যায় ।

কাঁটার জন্যে গিলা যায়না, খুব স্বাদ তাই আবার ছাড়াও যায়না । বাংলায়- ‘সাপে ছুঁচো গেলার অবস্থা ।’

- শুইয়্য কবাল্ সুরুঙে,
বান্দর কবাল্ তারেঙে ।

গোসাপের কপাল সুড়ঙ্গের মধ্যে আর বান্দরের কপাল খাড়া পাহাড়ের ধারে গাছের ডালে লাফ বাপ খাওয়া । তুলনীয় বাংলা প্রবাদ- “তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে ।”

□ গুজ্জ ন খেলে উজ্জ ন থায় ।

কাছা নাই যার, হাঁস নাই তার বলাবাহুল্য, মেয়েদের লক্ষ্য করেই কথাটা বলা হয়ে থাকে ।

□ গুরা জোলেলে লাজ পায়,
কুগুর জোলেলে কামরু খায় ।

ছেলেপুলেদের ক্ষেপালে লজ্জা পেতে হয়, কারণ কখন কী বেফাঁস কথা বলে বসে । আর কুকুর ক্ষেপালে কামড় খেতে হয় ।

□ গুরা নেই ঘরত্ আহস্য নেই
বুরাহ নেই ঘরত্ ধর্য নেই ।

যে বাড়িতে ছেলেপিলে নেই সে বাড়িতে হাসি কলরব শোনা যায়না আর যে বাড়িতে কোন বুড়ো নেই সে বাড়িতে নিয়ম নীতি থাকেনা ।

□ গুরা লই বুরাহ সং ।

শিশু আর বৃদ্ধে সমান ।

□ গুরুম্যে থিয়্যা মুদিলে সাগেরেদে বেরেই বেরেই মুদে ।

গুরু দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলে শিষ্য হাঁটতে হাঁটতেই সে কাজ ছাড়ে । বাংলায়-
“গুরুমারা বিদ্যা ।”

ঘ

□ ঘণ্ডদা ভিদিরে কণ্ডদা ।

ঘোমটার ভেতরে যত বাঁকা ঠাঁট । বাংলা প্রবাদ- “ঘোমটার ভেতর খেমটার নাচ ।”

□ ঘর উন্দুরে বের কামারায় ।

ঘরের ইঁদুরই ঘরের বেড়া কামড়ে দেয় । ভাবার্থ- গেরস্তের দুর্বলতা আর ছিদ্র পথের সন্ধান অপরকে জোগায় তার নিজের ঘরের লোকই । তুলনীয় বাংলা প্রবাদ- “ঘর শত্রু বিভীষণ ।”

ঘর পলেহু ছাগলে উ-রে ।

ঘর ভেঙে পড়ে গেলে ছাগলেও মাড়িয়ে যায় । ভাবার্থ- অবস্থা বিপর্যয় ঘটলে যার তার কাছে লাথি ঝাঁটা খেতে হয় । বাংলা প্রবাদ- “হাতি যখন খেদায় পড়ে, চামচিকেও লাথি মারে ।”

ঘর বেরেলে কথা পায়,
আদাম্ বেরেলে খদা খায় ।

ঘরে ঘরে গেলে কথা পাওয়া যায় অর্থাৎ যে কোন গোপন রহস্য সমাধানের সূত্র মেলে । শুধু টোঁ টোঁ করে পাড়া ঘুরলে কিন্তু লোকের খোঁটা খেতে হয় ।

ঘর ভাত খেইন্যাম্ মামু মোজ্ চরানা ।

ঘরের খেয়ে মামার মোষ চড়ানো । বাংলা প্রবাদ- “ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো ।”

ঘাত্ পার্ অহ্লে ঘাতুল্যা শালা ।

ঘাট পার হলে ঘাটের মাঝি শালা অর্থাৎ কার্যসিদ্ধি হলে কেউ আর উপকারির কথা স্মরণে রাখেনা ।

ঘুমে মরায়্ সং ।

ঘুমিয়ে থাকা অবস্থা আর মৃত অবস্থা সমান ।

চ

চাষি চাখে ঝুল্ ওগায়্ ।

চেখে দেখতে ঝোল শুকিয়ে যায় । বাংলা প্রবাদ- “ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় ।”

চাদরেহু চাদে ঘিনায়্ ।

এক চাট আরেক চাটকে ঘেন্না করে অর্থাৎ এক নোংরা আরেক নোংরাকে দেখে ‘ছি ছি’ করে ।

(চাট- এক জাতীয় নোংরা কীট জাতীয় প্রাণী ।)

চাল্ ফারক্ অহ্লে বাব পন্ ।

পৃথকান্নে গেলে বাপও পর হয়ে যায় ।

❑ চিগোন বারেঙ্কো লরে চরে ।

যে টুকরিটা ছোট সেটাকেই বার বার এখান থেকে ওখানে সরানো হয়ে থাকে । কারণ ওটাতে ধান ধরে কম এবং পাতলা বলে ওটা সরানো সহজ । ভাবার্থ- দলের মধ্যে বয়েসে যে সবার ছোট সচরাচর তাকেই সবার ফাইফরমাস খাটতে হয় ।

❑ চিগোন মুরিচ ঝাল বেচ্ ।

ছোট জাতের মরিচ ঝাল বেশি । ভাবার্থ- মানুষের মধ্যে গায়ে গতরে যারা ছোট, সচরাচর তাদের দাপট বেশি হয়ে থাকে ।

❑ চিল দরে কি কুরা ছ ন পুঝে?

চিলের ভয়ে কি কেউ মুরগির ছানা পোষেনা? ভাবার্থ- লোকসানের ভয় আছে বলে সে কাজ করতে হবেনা, তার কোন মানে নেই ।

❑ চিলে ছুয়া মাণ্যে খেরান অহলে নেজায় ।

চিলে ছৌ দিলে কুটোটি হলেও নিয়ে যায় । ভাবার্থ- কোন বিপদপাত ঘটলে কিছু না কিছু ক্ষতি হবেই ।

❑ চুখা আহস্তান্ গালত্ ন যায় ।

গুধু হাত গালে যায়না অর্থাৎ বিনা লাভে কেউ কোন কাজ করে না ।

❑ চুর উবুরে রাগ গুরি মাদিত্ ভাত খানা ।

চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়া অর্থাৎ কেন থালা বাসনগুলো চুরি করে নিয়ে গেল । সারার্থ- প্রতিকার কিংবা ভিন্নতর ব্যবস্থা গ্রহণ না করে গুধু অপকারীর উপর রাগ করে বসে থাকা নির্বুদ্ধিতার কাজ ।

❑ চুর নাঙে চুর থায়
খেঙ নাঙে খেঙ থায় ।

চোর থাকে চুরির মতলবে আর দুষ্টলোকের মতলব কুকাজ হাঁসিল করা । বাংলা প্রবাদ- “শকুনির চোখ সব সময় ভাগাড়ের দিকে ।”

❑ চুর মন্ বক্চাত্ ।

চোরের মন বোঁচকার দিকে ।

❑ চেজ্জতায় দুগ্ খন্দে ।

চেষ্টা করলে দুঃখ খন্ডন করা যায় ।

❏ চোগ লুভে বো মাঘে ।

বিয়ে করতে চায় চোখের লোভে, আসলে কিন্তু পুরুষত্বহীন । বিশেষ করে এটার প্রয়োগ হয়ে থাকে যখন ছেলেরা খেতে পারেনা তবু বেশি নেবার বায়না ধরে ।

❏ চ্য কমিলে কান্জাবা চুলেয়া দন্ লাগায় ।

সাহস হারালে নিজের জুলফির চুল নিজেকে ভয় পাইয়ে দেয় ।

ছ

❏ ছরা উজাদে দজন্ পায়,
মেয়্যা জরাদে বঝন্ যায় ।

একটা ছড়ার উজানে গেলে দেখা যায় আরো কত ছোট ছোট ছড়ার সঙ্গে তার সঙ্গম হয়েছে । স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও মায়াবন্ধন জড়াতে হলে বছর কাবার হয়ে যায় । সাদা কথায় ছেলে পিলে হওয়া দরকার ।

❏ ছাগল কান্ ভেরারে,
ভেরা কান্ ছাগলরে ।

ছাগলের কান ভেড়াকে আর ভেড়ার কান ছাগলকে অর্থাৎ জোড়াতালি দিয়ে অনটনের মধ্যে বেঁচে থাকা ।

❏ ছাগল্ দিলে দুরিয়া দি পায় ।

ছাগলটা দিলে দড়িটাও দিতে হয় । সারার্থ- কাউকে কোন কিছু হস্তান্তর করলে সেই সঙ্গে তাকে সে বাবদ সুযোগ সুবিধেগুলোও ছেড়ে দিতে হয় ।

❏ ছাগল্ নহ্ কাবদে বিজা খুয়া দুবোদুবি ।

ছাগলটা কাটার আগে তার অন্তকোষ খুলে নেবার তাড়া । বাংলা প্রবাদ-
“কালনেমির লঙ্কা ভাগ ।”

❏ ছাগল্ মুস্তে ধন্ ।

ছাগল ধরতে হয় যখন সেটা প্রস্রাব করতে দাঁড়ায় । ভাবার্থ- অপরের দুর্বলতার সুযোগ বুঝে তার কাছ থেকে সুবিধে আদায় করে নিতে হয় ।

- ছিনাল্যা ছিনাল্ গরেহ্ মা ভোন্ চায়,
চুরে চুর্ গরেহ্ পারাগেরাম্ বাজায় ।
যে ব্যক্তি ছেনালীপনা করে সেও মা-বোন তফাতে রাখে আর চোর চুরি
করলেও স্বগামে করে না বরং অন্য চোরের হাত থেকে গ্রামকে রক্ষা করে ।
- ছেপ্ ফেল্যে গাত্ পরে,
খুরোল্ ফেল্যে পাত্ পরে ।
থুথু ফেললে গায়ে পড়ে, কুড়ুল মারলে পায়ে পড়ে । ভাবার্থ- কিছু বলা বা কিছু
করতে গেলে সেটা নিজের গায়ে এসেই লাগে, কারণ যার বিরুদ্ধে বলতে
যাওয়া সে হলো আপনজন । বাংলা প্রবাদ- "চোরের মায়ের কান্না ।"

জ

- জাদে জাত্ তগায়
কাঙারায়্ গাত্ তগায় ।
যে যার জাতি খোঁজে । কাঁকড়াও গর্ত খোঁজে কারণ সেখানেই তার আপনজন
রয়েছে । ইংরেজি প্রবাদ- "Birds of the same feather flock
together."
- জানিলে সাত্ ভাগ্ খেই পারে ।
বুদ্ধি থাকলে একা সাত ভাগ খাওয়া যায় অর্থাৎ বেশি সুযোগ সুবিধে ভোগ করা
যায় ।
- জামিন্ অহই ভর্ষ
পানিত্ দুবি মর্ষ ।
জামিন হয়ে যে খেসারত দিতে চায় সে পানিতে ডুবে মরে না ।
- জার্কাল্যা বেল্,
আহ্লেলে গেল্ ।
শীতকালে দুপুর পেরোলেই অস্ত চলে যায় ।
- জুগ মুঅত্ ছেই ।
জোকের মুখে ছাই দিতে হয় অর্থাৎ উপযুক্ত জবাব দিলে প্রতিপক্ষের মুখ
বন্ধ হয় ।

৬ জেদা ভারেই পারে,
মরা ভারেই ন পারে ।

জ্যাস্ত লোককে ঠকানো যায় কিন্তু মৃতকে ঠকানো যায় না; কারণ যেখানে যা' দরকার ঠিক ঠিক সামাজিক বিধিমেতে তার সৎকার করতে হয় ।

ঝ

৬ ঝর আগে পিন্‌পিনি
গীদ আগে কুন্‌কুনি ।

ঝড় তুফান আসার আগে পিন্‌পিনে বৃষ্টি হয় । গান গাওয়ার আগে একবার গুন্‌গুন্‌ করে সুর ভাঁজতে হয় ।

৬ ঝাঝুয়া গুরু পেঝুয়া খানা ।

ঝাঁকের গরুর পাকের খানা অর্থাৎ পরিবারের লোক সংখ্যা বেশি হলে ভালো খানা জোটেনা ।

৬ ঝাদি কান্‌মোয়া বাগত্‌ আহ্‌মে,
ঘু ফেলাদে তিন্‌ পোন্‌ লাগে ।

কাজ পাগলা লোক পাছে কাজের ক্ষতি হয় এই ভয়ে যেখানে কাজ চলছে তার ধারেই পায়খানা করে । একটু পরে যখন আবার ঐ জায়গায় কাজ করতে হয়, সেই ময়লা পরিষ্কার করতেই তখন তিন প্রহর বেলা হয়ে যায় । ভাবার্থ- তাড়াতাড়ি করতে গেলে কাজে এমন ভুল হতে পারে যাতে কাজটা ভুল না হলেও সেটা সংশোধন করতে বিস্তর সময়ের দরকার ।

৬ ঝার বাজ্যেই উরিং নিহ্‌গিলায় ।

জঙ্গল পিটিয়ে হরিণ বের করতে হয় । ভাবার্থ- কোন কিছু জানতে হলে বা প্রমাণ করতে হলে সম্ভব-অসম্ভব সব জায়গায় হানা দিতে হয় ।

৬ ঝুবতলে পোরোল্‌ বুরাহ্‌ ।

ঝোপের আড়ালে ধুন্দুল পেকে যায় কারণ সহজে কারো চোখে পড়ে না । ভাবার্থ- মানুষ গায়ে গতরে ছোটখাট হলে স্বভাবতই তার শারীরিক বৃদ্ধি অপরের চোখে পড়ে না । তারপর ইঠাৎ একদিন দেখা যায়, তার চুলে পাক ধরেছে । তুলনীয় বাংলা প্রবাদ- “মেঘে মেঘে অনেক বেলা ।”

তা মুঅত্ ঝারাহ,
তা' মুঅত্ বারাহ ।

তার মুখের ঝাড়ফুক মস্ত্রে বিষ নামে আবার তাতেই বিষক্রিয়া বৃদ্ধি পায় ।

তাল ফুরেইন্যায় ধন্যা নাজের ।

তাল ফুরিয়ে সঙ এসেছে নাচতে অর্থাৎ সময়ে না এসে অসময়ে কার্য সিদ্ধির
জন্যে আসা ।

তেবা পানিয়ে ঘরা ভরে ।

চুইয়ে পড়া ফোঁটা ফোঁটা পানিতেও কলস পূর্ণ হয় । বাংলা প্রবাদ- “রাই
কুড়িয়ে বেল ।”

তেল্যা ঈজাব্ ।

তেলির হিসেব অর্থাৎ সেই তেল বিক্রি করে করে লাভের টাকায় ইমারত গড়া
আর লাথি মেরে কাল্লনিক বৌদের শায়েস্তা করতে গিয়ে তেলের ঘটি উল্টে
দেওয়া । তুলনীয় বাংলা প্রবাদ- আকাশ কুসুম রচনা ।”

তেল্যা মাধাৎ তেল্

তেলের মাথায় তেল । বাংলা প্রবাদ- “তেল মাথায় তেল দেওয়া ।”

থেঙৎ তানিলে মাধাৎ নেই,
মাধাৎ তানিলে থেঙৎ নেই ।

কাঁথাখানা এমন খাটো যে পায়ে মুড়ি দিতে গেলে মাথামুড়ি দেওয়া যায় না ।
আর মাথামুড়ি দিলে পায়ে মুড়ি দেওয়া হয়না । বাংলা প্রবাদ- “নুন আনতে
পান্তা ফুরোয় ।”

- ❑ দজ্জদিন খায় একদিন ধরা পরে ।
দশ দিন খেয়ে একদিন ধরা পড়ে । কথাটা বিশেষভাবে চোর বাটপাড় প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ।
- ❑ দঝা জানেই শুনেই ন এঝে ।
ফাঁড়া দশা আগে থেকে জানান দিয়ে আসেনা ।
- ❑ দাগ কথা ফেলা ন যায় ।
ডাকের বচন কোনটা ফেলনা নয় ।
- ❑ দাদস্তুন্ ছামি বর ।
বাঁটের চাইতে ছামি বড় । তুলনীয় বাংলা প্রবাদ- “বাঁশের চাইতে কঞ্চি বড় ।”
- ❑ দাবাত্ ন খাং তুবিৎ খাং ।
হুক্কো খাইনা, পাইপ খাই । ভাবার্থ- যেমন নাকি কেউ ঘুষ খায়না, তবে ভেট খায় ।
- ❑ দি কাক্কা সেরেদি ফুক্কলুং ।
দুই ভেলায় পা দিয়ে দাঁড়ালে ঝপাট করে পানিতে পড়তে হয় । বাংলা প্রবাদ- “দুই নৌকায় পা দিতে নেই ।”
- ❑ দি চোক্ খাদিলে দুন্যা আন্ধার ।
দু’চোখ বুঁজলে দুনিয়া অন্ধকার অর্থাৎ সব ফাঁকি । মৃত্যু হলে ধন দৌলত সব ফেলে যেতে হয় ।
- ❑ দিন ভিক্ষা
তনু রক্ষা ।
ভিক্ষে করলে কেবল কোন মতে শরীর রক্ষা হয় ।
- ❑ দুছ্যা সমারে দজ্জগত্ যায় ।
দোষীর সঙ্গে দোজখে যায় অর্থাৎ কুলোকেব সঙ্গী হলে তার সঙ্গে নিজেরও হয়রানি হয় ।

৬ দূর কজ্যা আগে ভাল।

পেছনের ঝগড়া আগেই মিটিয়ে ফেলা ভালো। সারার্থ- বৈষয়িক লেনদেনের ব্যাপারে তার পূর্বাপর শর্তগুলো আগেভাগে সুনির্দিষ্ট করা উচিত যাতে পরে কোন ঝগড়া বিবাদ উপস্থিত হতে পারে না।

৬ দূর কুদুম ফুল বাজ,
কাম কুদুম চিনদা বাজ।

দূরের কুটুমের ফুলের সুগন্ধ অর্থাৎ কুটুম দূরে থাকলে আত্মীয়তা সম্পর্ক প্রীতিপূর্ণ থাকে। কাছের কুটুমের চিমসে গন্ধ কারণ নিত্য এক স্থানে বসবাস করাতে স্বভাবতই কিছু না কিছু মনোমালিন্য হয়ে থাকে।

৬ দূর্ব ললেহ্ দূর্ব ল,
শুইব ললেহ্ দূর্ব ল।

কচ্ছপটা নিতে চাওত কচ্ছপটা নাও আর গোসাপটা নিতে চাওত কচ্ছপটাই নাও। ভাগাভাগিতে কথার মারপ্যাচে গোসাপটা যাতে নিজের ভাগে পড়ে সেই ব্যবস্থা। তুলনীয় ইংরেজি প্রবাদ- "Head I gain tail you lose."

৬ দেগা গুরুয়ে বাঘ ন চিনে।

এঁড়ে গরু বাছুর বাঘ চিনেনা। ভাবার্থ- ছোটদের বিপদ আপদ সম্পর্কে কোন জ্ঞান থাকেনা।

৬ দেঘাদেঘি কর্ম,
শুনানি ধর্ম।

লোকে দেখে দেখে কাজ শিখে আর ধর্মকথা শুনতে শুনতে ধর্মমতি হয়।

৬ দেনে জাগা পায়,
চুরে জাগা ন পায়।

পেটুকের জায়গা হয় কারণ, সে শুধু পেটে যা ধরে খাবে; চোরের কিছু কোথাও জায়গা হয়না কারণ, সে আশ্রয়দাতা গেরস্তকে একেবারে পথে বসাতে পারে।

❏ ধ লই মাবিলেয়্য সং,
আড়ি লই মাবিলেয়্য সং।

কুনকে দিয়ে মাপলেও সমান আর আড়ি ৩ দিয়ে মাপলেও সেই সমান ওজন।
তুলনীয় বাংলায়- “মানিক জোড়।”

(৩) এক আড়িতে দশ সের ধান ধরে।

❏ ধল্ ধল্ গুরয়ে ন পায় ঘাজ্,
ফেদেরা গুরয়ে সনার্ ঘাজ্।

সাদা সুন্দর গরুগুলো ঘাস খেতে পায়না, হাড়িসার গরুটার সোনায়ে মোড়া
ঘাস খেতে সাধ হয়েছে। দুরাকাজ্জা।

❏ ধান নেই খের কি ঝাঝাঝারি?

যে খড়ে আর ধান নেই তা’ ঝাড়াঝাড়ি করে কি লাভ হবে? অর্থাৎ যে কাজে
কোন প্রত্যাশা নেই সে কাজ করা বৃথা।

❏ ধান সে ধন।

ধানই ধনের সেরা ধন।

❏ ধাবা চঙরা মাণ্যুং শেল্,
পেদ্ ন ভল্য জাদ গেল্।

ধাবমান সম্বরটাকে শেল মারলাম, কিন্তু পেট ভরলনা, কারণ হাতের তাগ
ফসকে গেছে। আর জাতটাও গেল, কেননা পাপ যা’ হবার তা’ত হয়েই
গেছে।

❏ ধাবা মান্জ্য পরানে কি মুরিচ্ বাত্যা?

যার যাবার বিশেষ তাড়া আছে সে কি আর ঘটা করে মরিচের চাটনি খাবে?
কারণ বিলম্বে কার্যনাশ।

❏ ধারেয়্য কাবে ভরেয়্য কাবে।

ধারেও কাটে, ভারেও কাটে। কথাটা বড়লোকদের লক্ষ্য করেই বলা হয়ে
থাকে, যারা একাধারে বিদ্বান আর পদ মর্যাদার ভারী।

❑ ধারৈয়্যা বালা ন আহুজ্জৈ ।

বদলা খাটলে বদলা পাওয়া যায় । বাংলা প্রবাদ- “যেমন কর্ম্ম তেমন ফল ।”

❑ ধায়্দ্বে মানুচ্ছ্য কবায়্,
লরায়্দ্বে মানুচ্ছ্য কবায়্ ।

যে দৌড়ে পালায় তারও হাঁফ ধরে আর যে তাড়া করে তারও হাঁফ ধরে ।
ভাবার্থ- ঝগড়া বিবাদ কিংবা মামলা মোকদ্দমায় উভয় পক্ষেরই যথেষ্ট হয়রানি
হয়ে থাকে ।

❑ ধাং ধাং মান্জ্যর্ বিয়্যা নেই,
খাং খাং মান্জ্যর্ কিয়্যা নেই ।

যাযাবরের মত ঘন ঘন যে বাসস্থান পরিবর্তন করে তার কপালে বৌ জোটেনা
আর যার সব সময় ‘খাই খাই’ স্বভাব তার শরীর থাকেনা ।

❑ ধিঙি স্বর্গত গেলেয়্য বারাহ্ বানেহ্ ।

টেকি স্বর্গে গেলেও বাড়া বাঁধে ।

❑ ধেলে লাজ্জ-

না ন খেলে লাজ্জ?

বেগতিক অবস্থায় রণে ভঙ্গ দিয়ে পালানোতে লজ্জা, না দু’ঘা উত্তম মধ্যম
‘খেয়ে যাওয়াতে লজ্জা? সংস্কৃত প্রবাদ- “যঃ পলায়তি সঃ জীবতি ।”

ন

❑ ন খাং ন খাং ভুদেইমা,
এক পিলা ভাদে কুলায়না ।

লোকটা পাতে বসে ‘খেতে পারিনা খেতে পারিনা’ বলে কিন্তু এক হাঁড়ি ভাতে
তাকে কুলিয়ে উঠা যায় না । এ অনেকটা হিন্দুদের ‘না না দদ্যাং, হঁ হঁ দদ্যাং,
দদ্যাং শিরোকম্পনের’ মত ।

❑ ন জিন্যা কুণ্ডরর্ ঘাঙ্গাঙি দাঙর ।

কামড়া কামড়িতে যে কুকুর পারেনা তারই ‘ঘেউ ঘেউ’ ডাক শোনা যায় সব
চেয়ে বড় গলায় । বাংলা প্রবাদ- “বিষ নেই তার কুলোপানা চক্কর ।”

□ ন দেলেহ্ ন লাগে পাপ্ ।

না দেখলে পাপ স্পর্শ করেনা অর্থাৎ নিজে কোন ব্যাপার সচক্ষে ঘটতে না দেখলে সে জন্যে কারো কাছে জবাব দিহি করতে হয়না ।

□ নহ্ পা-ধে এহুদ মানে ঘরায়্য মানে ।

কিছু পেতে লোকে দেবতার কাছে হাতিও মানত করে ঘোড়াও মানত করে, সে তার দেবার সামর্থ্য থাক আর নাই থাক । সংস্কৃত প্রবাদ- “যেন তেন প্রকারেন কার্যসিদ্ধি বিধিয়তে”

□ নহ্ বজ্জতে থেং তানানা ।

বসার আগে পা ছড়ানো । বাংলা প্রবাদ- “গাছে না উঠতে এক কাঁদি ।”

□ নাক্ দাঙর্ ভাত্তুয়া,
চেং দাঙর্ ফাত্তুয়া ।

বড় নাক যার সে বেশি খেতে পারে আর যার লিঙ্গ বড় তার ফুলে ফুলে মধু খাওয়া স্বভাব ।

□ নাঙে তাঙে বোদ্য ভেই,
পেদং মুরং কিচ্ছ নেই ।

এমনিতে নাম করা বৈদ্যের ভাই, কিন্তু পেটের গভীরে কিছু নাই অর্থাৎ তার কাছে চিকিৎসা বিদ্যে কিছু আশা করা ভুল ।

□ নাবিত্ দেলেহ্ নক্কুনি বারেহ্ ।

নাপিত দেখলে নখের কোনা বাড়ে অর্থাৎ কাজের লোক দেখলে সবার মনে কাজ করানোর ইচ্ছে জাগে ।

□ নিগিল্যা এহুদো দাত্ ভোরেই ন পারে ।

বেরিয়ে আসা হাতির দাঁত আর ভেতরে টুকানো যায় না । ইংরেজি প্রবাদ-
"What is done cannot be undone."

□ নিত্য কাবদে গাচ্ছো পরে ।

নিত্য কাটতে গাছটা পড়ে যায় । ভাবার্থ- কারো কাছে কিছু পেতে হলে রোজ ধরনা দিলে তার মন ভেজানো যায় কিংবা নিত্য কান ভাঙানি দিলে কারো বিরুদ্ধে কারো মন বিধিয়ে তোলা যায় ।

৬ নিধনীয়ে ধন পায় চিবি চিবি চায়,
নেই কাবজ্যা কাবরু পায় উরি পিনি চায় ।

নিধনী হঠাৎ ধন পেলে বার বার টিপে দেখে, আছে কি নেই । যার কাপড়
কেনার মুরোদ নেই তার হঠাৎ কাপড় জুটলে বার বার গায়ে দিয়ে দেখে,
কেমন মানিয়েছে ।

৬ নিল ঘা আহরৎ ধুজে
পেত্ পেত্যা ঝরধ কাবরু ভিজে ।

পাতলা বাঁশের চিলতে দিয়ে কাটা ঘা হাড়ি পর্যন্ত গভীর হতে পারে আর
পিন্পিনে বৃষ্টিতেও কাপড় ভিজে । ঠাট্টা তামাসা নিয়ে যা' শুরু, তার
পরিসমাপ্তিতে কুরুক্ষেত্র কাভ ঘটলে এই প্রবাদ বাক্য বলা হয়ে থাকে । বাংলা
প্রবাদ- “হাঁটু পানিতেও বুক সাঁতার হয় ।”

৬ নুন ন দিলে ঘিয়্য মাদি,
বিদেজত্ গেলে রাজাঝিয়্য বেদি ।

লবণ না দিলে ঘি মাটি আর বিদেশে গেলে রাজার মেয়েকেও বেটি বলে,
কারণ সেখানে তাকে কে বা চেনে? সংস্কৃতি প্রবাদ- “স্বদেশে পূজ্যতে রাজা,
বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে ।”

৬ নুয়া নুয়া বাঙোরি নুয়া নুয়া রং ।

চিত্র বিচিত্র বর্ণের নতুন নতুন চুড়ি আকর্ষণীয় হয়ে থাকে । ভাবার্থ- বৈচিত্র্যের
মধ্যেই জীবনের আনন্দ ।

৬ নুয়া পানি লঘে পুরান পানিয়্য যায় ।

নতুন পানি অর্থাৎ বানের পানি নেমে যাবার সাথে পুরোনো পানিও নেমে যায় ।
ভাবার্থ- হঠাৎ পাওয়া ধন অকাতরে ব্যয় হয় আর সেই ব্যয়ের তাল সামলাতে
তখন আসল সম্পত্তিতেও টান পড়ে ।

৬ নেই বন্দারে খদায়্ মিলায়্ ।

যার কেউ নেই খোদাই তাকে মিলিয়ে দেন ।

□ নেই মোগলুন্ কান্ মোক্ ভালো,
সবায় ন পাখে রাজাঝি ভালো ।

স্ত্রী না থাকার চাইতে অন্ধ স্ত্রী ভালো, তাও না জোটে ত রাজকন্যে বিয়ে করা ভালো । এতদূর রাজকন্যে নাপছন্দ হবার কারণ, সে ত আর সাধারণ চাকমা মেয়ের মত শ্রমসাধ্য কাজ করতে পারবেনা । বাংলা প্রবাদ- “নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো ।”

প

□ পথ ফুরায় সাঙ্ঘ দুয়ারত্,
কথা ফুরায় নানু দুয়ারত্ ।

পথ ফুরায় দোর গোড়ায়, কথা ফুরায় কাঠগড়ায় অর্থাৎ বিচারকের বিচার নিষ্পত্তিতে ।

□ পথ ভালো বেঙা যা’-
ভাত ভালো চুখা খা ।

পথ ভালো বাঁকা যাও, ভাত ভালো শুধু খাও ।

□ পথৎ পেলুং কামার,
দা গড়েই দে আমার ।

পথে পেলাম কামার দা গড়েদে আমার ।

□ পথৎ পেলুং লাঙ্ঘ,
থুপ্পেই থাপ্পেই যাঙ্ঘ ।

পথে পেলাম ‘লাং’ (উপপতি) ঠোনা মেরে যায় ।

□ পন্দিদে বুঝে ‘আ’কার ‘ই’কারে,
মূর্খে বুঝে ভুগে চাবরে ।

‘আ’কার ‘ই’কার দেখে পন্ডিত লোক মুহূর্তে সব বুঝতে পারে কিন্তু মূর্খ লোককে বোঝাতে হলে চড় চাপড়টা দিতে হয় । সংস্কৃত প্রবাদ- “মূর্খস্য লার্ঠ্যষধি ।”

- পর কথা কান্ ন দ্য,
অল্প খেইয়্য সজাগে থাক্য ।
- ✓ পরের কথায় কান দিয়োনা । অল্প খাও আর সজাগে থাক ।
- পরা কবাল্যা যিন্দি যায়,
মরা শামুক্খ উধি যায় ।
- পোড়াকপালে লোক য়েদিকে যায় মরা শামুকটাও গ্রাণ পেয়ে উঠে পালিয়ে যায় । বাংলা প্রবাদ- “অভাগা য়েদিকে যায় সাগর শুকিয়ে যায় ।”
- পরাণে মাগেখে এহুদো দই ।
- খেতে সাধ হয়েছে হাতির দই! অসম্ভব প্রার্থনা ।
- ✓ পরেয়্যা চুয়ারত্ গাল্ ন পাত্য ।
- পরের চড়ে নিজের গাল পেতে দিয়োনা অর্থাৎ অপরের ঝগড়া ফ্যাসাদে য়েচে নিজেকে জড়াতে য়েয়োনা ।
- ✓ পরেয়্যা পুয়া আহুদে সাপ্ ধর ।
- সাপ ধরবে ত পরের ছেলের হাতে অর্থাৎ বিপজ্জনক কাজ শুছিয়ে আনতে হলে লোকে পরের ছেলেকেই পাঠিয়ে থাকে ।
- পাগলী পুয়াবো ওহুল মোল্ ।
- পাগলির ছেলে হল আর মরে গেল । প্রারম্ভেই পরিসমাপ্তি ।
- ✓ পাগলে কি ন কয়,
ছাগলে কি ন খায়?
- পাগলে কী না কয়, ছাগলে কী না খায়?
- পাচ্ছিগা সনা নচ্ সাচ্ছিগা বানি ।
- পাঁচ সিকে দামের সোনার নখ, তার বানি লাগে সাত সিকে । অর্থাৎ দামের চেয়ে মজুরী বেশি, এক কথায় উৎপাদন খরচ বেশি ।
- পাস্তে পাস্তে পুন্ আক্য্যাং
কখে কখে মু আক্য্যাং ।
- পাদ দিতে দিতে অভ্যেস খারাপ হয়, খারাপ বলতে বলতে মুখ খারাপ হয় কিংবা বলতে বলতে বলার শক্তি আসে ।

❏ পাদা এলেহু রাজারে দরু নেই,
আহুয়া এলেহু বাঘরে দরু নেই ।

বায় ছুটলে রাজারও তোয়াক্কা থাকেনা অর্থাৎ রাজ সভাতেও বাতকর্ষ করতে হয় । পায়খানা চাপলে বাঘের ভয়ও থাকেনা । অর্থাৎ তখন ভয় ডর উপেক্ষা করে পায়খানা করতে বাইরে ছুটে হয় ।

❏ পায় ন পায়,
মাদল বায় ।

পেয়েছে কী পায়নি, খুশিতে মাদল বাজায় । বাংলা প্রবাদ- “ডেকে আনতে বললে বেঁধে আনে ।”

❏ পিরা অহুইয়ো দুগুং দুগুং
দারু অহুইয়ো ছ মাজ পথ ।

পীড়া হয়েছে এই মরে ত এই মরে, ঔষধ রয়েছে ছয় মাসের পথ দূরে অর্থাৎ বিপদমুক্তি সুদূর পরাহত ।

❏ পুগ রান্জুনি পঝিমে যায়,
আহুয়া নাঙল জলে ভাজায় ।

রঙ ধনু সচরাচর পূর্ব আকাশেই দেখা যায় । কোনদিন যদি পশ্চিম আকাশে রংধনু দেখা দেয় তবে বুঝতে হবে সহসাই খুব প্রবল বর্ষণ হবে । এমনকি জলের তোড়ে চাষাদের জমিতে ফেলে আসা লাঙ্গল জোয়াল ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে ।

❏ পুন আন্দাজ বুঝি চাল্যা গিলে ।
গুহুদ্বারের পরিধির আন্দাজ বুঝে আঁটি গিলতে হয় ।

অনেকে অনেক ফল আঁটিগুঁড় গিলে খায় । যেহেতু হজম হয়না তাই পরে আঁটিগুলো গুহুদ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় অনেকের অনেক সময় প্রাণান্তকর কষ্ট উপস্থিত হয় । ভাবার্থ- হজম শক্তির অনুপাতে অধিক খাবার খেলে পরে প্রাণান্তকর কষ্ট ভোগ করতে হয় । বৈষয়িক ক্ষেত্রেও সামর্থ্যের অধিক দায় দায়িত্ব কাঁধে নিলে শেষ রক্ষা করা সম্ভব হয়ে উঠেনা ।

- ১ পেকোয়্য পরিবার গঙ্গ,
পাদান ঝরিবার গঙ্গ।
পাখিটা যেই বসতে গেল, পাতা ঝরার সময় এল। পারস্পরিক কার্যকারণ
সম্বন্ধ।
- ২ পেজায় কুলকুলায়
খুরোল্যা সনাত্তক্ পায়।
প্যাচায় উলু দেয়, সোনার টোপরটা যায় কিন্তু কাঠঠোকরার মাথায়। এটি
একটি উপকথার সারমর্ম। বাংলা প্রবাদ- “কেউ মরে বিলে সঁচে কেউ খায়
কৈ, যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দৈ।”
- ৩ পেতুয়া ফিরিঙ ধরি ন পেলেক - ‘সাধু!’
পেট মোটা ফরিঙটা ধরা না গেলে, ‘সাধু! সাধু!’
- ৪ পেন্ড ভুক মুয়ত কি লাজ?
পেটে ভুখা, মুখে লাজ রেখে কী হবে?
‘যা ছেড়ে দিলাম’ - ধর্মার্থে বাংলা প্রবাদ- “উড়ো ঝৈ গোবিন্দায় নমঃ।”
- ৫ পোর মাদি পারত্ ক্ষয়।
পুকুর কাটার মাটি পাড়ে দিতেই শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ আয় ব্যয় শূন্য স্থিতি।

ফ

- ৬ ফাক্ফাক্যা মাজ্ মারে চুখা আহদি এখে
নিম্মো মাজ্ মারে ডুলো ভরেই আনে।
বাক্যবাগীশ মাছ ধরতে যায় খালি হাতে ফেরে; স্বল্পবাক্ মাছ ধরতে যায়
ভান্ডপূর্ণ করে আনে। প্রথম পঙক্তির ইংরেজী প্রবাদ- “Empty bottle
sounds much” আর দ্বিতীয় পঙক্তির- “The dog that bites does
not bark.”
- ৭ ফাদা কানিদ সনা থায়।
ছেড়া ন্যাকড়ায়ও সোনা থাকে। বাংলা প্রবাদ- “গোবরেও পদ্মফুল ফোটে।”

☐ ফেল্যা ছেপ্ ফুদা তুলি ন খায় ।

ফেলে দেওয়া থুথু কেউ আবার তুলে নেয় না অর্থাৎ যে জিনিস একবার দিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটা আবার ফেরত নেওয়া শোভা পায়না ।

ব

☐ বন বাঘে নহু খাদে মন বাঘে খায় ।

বনের বাঘে খাবার আগে মনের বাঘে খায় অর্থাৎ সত্যি সত্যি বিপদ আসার আগেই মানুষ বেশি দুশ্চিন্তায় জর্জরিত হয় ।

☐ বরুগাঙ চায় পারাহু,
রাঙা খাদিয়া ধমু পারাহু ।

কর্ণফুলী নদীটাও দেখে আসবো আর অমনি লাল খাদিটাও (৪) ধুয়ে নেবো ।
বাংলা প্রবাদ- “রথ দেখা কলা বেচা ।”

(৪) লাল জমিনের উপর রঙিন ফুলতোলা এক প্রকার খাটো আকারের নাতিদীর্ঘ কাপড়, চাকমা মেয়েরা বুকে জড়িয়ে বাঁধে ।

☐ বাঘ বুরাহু আদাম কুরে,
মানুচ্ বুরাহু আশুন কুরে ।

বাঘ বুড়ো হলে গাঁয়ের কাছে ঘাটি গাড়ে কারণ তখন আর তার জঙ্গলের শিকার ধরে খাবার শক্তি থাকেনা । তখন গাঁয়ের নিরীহ ছাগল ভেড়া ইত্যাদির উপর তার চোটপাট চলে । আর মানুষ বুড়ো হলে সারাক্ষণ অগ্নিকুন্ডের ধারে বসে থাকে কারণ বুড়ো হলে শীত বেশি লাগে ।

☐ বাঘ মনত্ নেই যিয়্যান্
ছাগল মনত্ সিয়্যান্ ।

বাঘের মনে নেই যা’- ছাগলের মনে তা’ । বাংলা প্রবাদ- “ঠাকুর ঘরে কে রে? আমি কলা খাইনা ।”

❏ বাঘ্যাত্ত্বন্ বাগোনী সাদিন জেত্ ।

বাঘের থেকে বাঘিনী বয়সে সাত দিনের বড় । অর্থাৎ সেয়ানা । বাঘ নাকি নিজের ছানা নিজে খায়, তাই বিয়োনোর পর বাঘিনী ছানাগুলো এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখে বাঘ আর তাদের খুঁজে পায়না ।

❏ বাচ্চোয়্য ন ভাণ্ডোক্,
উন্দরবোয়্য মোরোক্ ।

বাঁশটাও না ভাঙে, ইঁদুরটাও মরে । বাংলা প্রবাদ- “সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে ।”

❏ বাজার কলা ছড়া বেঘে মুলায়্ ।

বাজারে বিক্রি করতে নেওয়া কলার ছড়া সবাই দরদাম করে দেখে । ভাবার্থ- মেয়েছেলে বিয়ের যোগ্য হয়ে উঠলে যে কেউ তার জন্যে সম্বন্ধ নিয়ে আসতে পারে ।

❏ বাঝিলে আঝিলে ন যায় ।

দাগ লাগলে ছেঁছে ফেললেও তা যায়না । ভাবার্থ- একবার কলঙ্ক কিংবা সাজা হলে সহজে সে অপবাদ দূর হয়না । বাংলা প্রবাদ- “বাঘে ছুলে আঠার ঘা ।”

❏ বান্যাহ্ করি ছালা ভরা,
ভাগ গল্যে করাহ্ করাহ্ ।

থলে ভরা ধন সম্পদও ভাগ করে নিলে কড়াকড়া অর্থাৎ অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ে ।

❏ বাপ্ চা, পুত্ চা',
মা চা, ঝি চা ।

বাপের মত ছেলে আর মায়ের মত মেয়ে হয় । হিন্দী প্রবাদ- “বাপকা বেটা সিপাহীকা ঘোড়া, কুছ নেহি তো খোড়া খোড়া ।” ।

❏ বাপ্ চোদোরী পুত্ কাত্,
সে ঘরত্ ন মিলে ভাত্ ।

বাপ নিষ্কর্মার খাড়ি আর ছেলে বিদ্যে দিগ্গজ- সে বাড়িতে ভাত মেলেনা ।

❏ বালা ধারলে বালা পায় ।

বদলা খাটলে বদলা পাওয়া যায় । বাংলা প্রবাদ- ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয় ।

❏ বিনা বাদাঝে পাদা ন লরে ।

বিনা বাতাসে পাতা নড়েনা অর্থাৎ কারণ বিনা কার্য হয়না ।

❏ বিল ধানে বান্দর রাজা ।

বিলের ধানে বাঁদর রাজা । বাংলা প্রবাদ- “পরের ধনে পোদারি ।”

❏ বিলেই নেই ঘরত্ উন্দুর দব্দবা ।

যে ঘরে বেড়াল নেই সেখানে ইঁদুরের প্রবল । ভাবার্থ- যে ঘরে শাণ্ডড়ি নেই সে ঘরে বৌঝিদের প্রতিপত্তি হয়ে থাকে এবং যেখানে কর্তা অনুপস্থিত সেখানে অধীনস্থদের স্বাধীনতা লাভ হয়ে থাকে ।

❏ বুধবারে গাদ সাপ্পোয়্য ন লরে ।

বুধবারে গর্তের সাপও বের হয়না অর্থাৎ একদম যাত্রা নাস্তি । এমন কি বুধবারে চাকমাদের মধ্যে মৃত্যুর সৎকারও হয়না ।

❏ বুরাহ কধা কুরাহু ঘু ।

বুড়োর কথা মুরগির ও অর্থাৎ সবাই অবহেলা করে ।

❏ বুরাহ বান্দরেয়্য গাজত্ উধে ।

বুড়ো বাঁদরও গাছে চড়ে অর্থাৎ স্বভাব যায় না মলে ।

❏ বেজু খেদ চেলেহু অল্লয়্য লাগত্ ন পায় ।

বেশি খেতে চাইলে অল্পও ভাগে পড়ে না । বাংলা প্রবাদ- “অতি লোভে তাঁতী নষ্ট ।”

❏ বেজা গুরু দাত্ চেলেহু কি অহব?

বিক্রি করা গরুর দাঁত দেখে কী হবে? সংস্কৃত প্রবাদ- “গতস্য শোচনা নাস্তি” ।

❏ বেন্যা দেবাকাল্য বেল্যা ব,
সে বঝরু খরান ভ ।

চৈত্র বৈশাখ মাসে যদি সকাল বেলায় মেঘ উঠে কিন্তু বৃষ্টি হতে পারে না, আবার বিকেলের দিকে বাতাস বইতে থাকে, তবে বুঝতে হবে সে বছরটা খরায় যাবে ।

✓ বেলা অহলে সাদ আহল ফেলায়,
বেন্যা অহলে এক আহল নেই।

বিকেলে অর্থাৎ রাত্রে শুয়ে শুয়ে ঠিক করে কাল সকালে জমিতে সাতখানা হাল
নিয়ে যাবে কিন্তু সকালে উঠে একটা হাল নেবার গা নেই অর্থাৎ শুধু
পরিকল্পনাই সার।

✓ বোই ন জানিলে লোরি পায়,
খেই ন জানিলে মোরি পায়।

বসতে না জানলে সরতে হয়, খেতে না জানলে মরতে হয়।

✓ বোই পেলেহু খেং তান্দ মাঘে।

বসতে পেলে পা ছড়াতে চায় অর্থাৎ শুতে চায়।

✓ বোদ্য ঘরত্‌ নিত্য জ্বর।

বৈদ্যের ঘরে অসুখ বিসুখ নিত্য লেগে থাকে কারণ বাইরের রুগী চিকিৎসা
করতে গিয়ে নিজের ঘরে চিকিৎসা করার সময় হয়না।

✓ বোলীর ঘুম
নির্বোলীর ঘাম।

বলবান লোক অধিক ঘুমোতে পারে আর দুর্বল লোকেদের অল্প পরিশ্রমেই
অধিক ঘাম হয়।

ভ

✓ ভজার লাগ্‌ ভোজি,
পেজার লাগ্‌ পেজি,
রাজার লাগ্‌ মান্দেবী।

ভোঁদার জুটি ভোঁদি পেঁচার জুটি পেঁচি আর রাজার জুটি মহাদেবী হয়ে থাকে।
বাংলা প্রবাদ- “যেমন রাধা তেমন কানু।”

✓ ভাঙা খেড়ান্‌ গাদত্‌ পরে।

ভাঙ্গা পাটাই গর্তে পড়ে অর্থাৎ দুর্বল জায়গাতেই আঘাতটা আসে।
বাংলা প্রবাদ- “খোড়া পা খানায় পড়ে।”

ভাঙা নগান্ ঘাত্জরা,
ফুল্যা পেদা মোক্জরা ।

ভাঙ্গা নৌকা শুধু ঘাট জুড়ে থাকে, কোন কাজে আসেনা । পিলে সর্বস্ব রোগী
শুধু ক্রীকে জুড়ে বসে থাকে, সংসার ধ্বংস করা হয়না ।

ভাচ্যা লণ্ডি ন ধয্য,
ছায্যা বউ ন আন্য ।

নদীতে ভেসে আসা লগি(৫) নিওনা, ওটার কোন ক্রটি থাকতে পারে ।
অপরের তালুক দেওয়া বউ ঘরে নিওনা, কারণ সত্যি সত্যি তার কোন দোষ
থাকতে পারে ।

(৫) লম্বা বাঁশ যা দিয়ে মাঝিরা নৌকো ঠেলে চলে ।

ভাত্ জারু ভুত্ জারু,
বিয়্যা জারু বিয়্যালা জারু ।

নৈসর্গিক শীত অনুভব ছাড়া আরো চার প্রকারে শীত লাগে । ভাত খাওয়ার পর
অধিক শীত লাগে, ভুতের ভয়ে একেবারে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে হয় । বিয়ের
জাড়ও সুবিখ্যাত । তাছাড়া ছেলে বিয়োনোর পর প্রসূতির এক ধরণের হাড়
কাঁপানো শীত লাগে ।

ভাত নেই ঘরত্ কোল বাঝা ।

নিরন্ন ঘরে ঝগড়ার বাসা অর্থাৎ নিত্য কলহ ।

ভাত্ মিঞ্জাল্যা খা-দে সুখ,
মানুষ্ মিঞ্জাল্যা চা-দে সুখ ।

মিশ্র চালের ভাত খেতে ভালো, শঙ্কর জাতের লোক দেখতে ভালো ।

ভাদ মধ্যে গিরিং,
মাজ্ মধ্যে চিরিং ।

ভাতের মধ্যে ‘গিরিং’ চালের ভাত আর মাছের মধ্যে চিড়িং মাছ খেতে
ভালো ।

ভাদ মাচ্যা কুশুরবোয়্য দোল্ ।

ভাদ্র মাসে কুকুরটাও সুন্দর অর্থাৎ যৌবনবতী হলে কুশী মেয়েকেও সুন্দর
দেখায় । বাংলা প্রবাদ- “যৌবনে কুকুরীও ধন্যা ।”

❑ ভারেইয়্যা খেলা ছাড়িয়া যায় ।

ঠকিয়ে জিতলে সাধারণ বিশ্বাস মতে খেলা আর অনুকূল থাকেনা । তেমনি সংসার খেলায়ও ঠকিয়ে জিতে গেলে সে সৌভাগ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়না বলে বিশ্বাস ।

❑ ভালারে চাদি গজ্জঙ তেল,
বাব দিন্যা থালো গেল ।

ভালোই ছিল আমার মাটির চাটি আর গর্জন তেল । উজ্জ্বল বাতি জ্বালতে গিয়ে এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে বাপের দিনের থালা বিক্রি করতে হয়েছে ।
বাংলা প্রবাদ- “অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা ।”

❑ ভুদ ধন্ পেরেদে খায় ।

ভুতের ধন দেবতা খায় । ভাবার্থ- অনায়াসলব্ধ ধন সম্পদ পাঁচ ভুতে খেয়ে যায় । ইংরেজী প্রবাদ- “Ill got ill spent.”

❑ ভুলে একান্ সুখ্ পেলে ন এরে ।

বোকাদের একটা যা কিছু ভালো লাগে তাতেই তারা মশগুল থাকে ।

❑ ভোজ আঝায় মোগ গেল
মোগ আঝায় ভোজ গেল ।

ভাবির আশায় স্ত্রী গেল, স্ত্রীর আশায় ভাবি গেল । বাংলা প্রবাদ- দুই নৌকায় পা দিতে নেই ।”

❑ ভোজ্ কধে আধা মোক্ ।
ভাবি বলতে আদ্বৈক খানা স্ত্রী ।

ম

❑ মইল্যায়্ গাজ্ কাবদে ভাগিন্য সজ্ পায়্ ।

মামায় যখন গাছ কাটে ভাগনের মনে হয় গাছটা বুঝি খুব নরম । ভাবার্থ- দক্ষ লোককে কাজ করতে দেখে অনভিজ্ঞরা মনে করে কাজটা বুঝি খুব সহজ ।

❑ মইল্য ভাগিনা যিয়্যৎ,
আবদ্ বলা নেই সিয়্যৎ ।

মামা ভাগনে যেখানে আপদ বলাই নেই সেখানে ।

❑ মঙ্গলে দক্ষিণ ।

মঙ্গলবারে দক্ষিণ দিকে যাত্রা শুভ ।

❑ মনে কুলেলে ধনে কুলায় ।

যে কোন ব্যাপার সমাধা করতে গেলে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প থাকলে পয়সা কড়িরও অকুলান হয়না । ইংরেজী প্রবাদ- "Where there is a will there is a way."

❑ মরেদে গিরিহ্ ন এরে আজ,
ধায়দে চাঝা ন এরে চাজ্ ।

মরণাপন্ন গেরস্থও প্রাণের আশা ছাড়েনা আর যে চাষাকে সহসা জায়গা ছাড়তে হবে সেও তার চাষাবাদ স্থগিত রাখেনা । বাংলা প্রবাদ- "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ ।"

❑ মাজ্ জু কাজ্ জু,
বঝর মাথাৎ ইক্ জু ।

মাছের মচ্ছর লাগে বছরের মাথায় একবারই । ভাবার্থ- জীবনে সুযোগ একবারই আসে ।

❑ মাদিত্ থলে পিবিরায়্ খেবাক্ পারাহ্,
মাথাৎ থলে উত্তনে খেবাক্ পারাহ্ ।

মাটিতে রাখলে পিঁপড়ের খাবার ভয়, মাথায় রাখলে উকুনে খাবার ভয় । বাংলা প্রবাদ- "আলালের ঘরের দুলাল ।"

❑ মাধা নেই কানাহ্ গরাগরি ।

মুন্ড না থাকলে ধড়টা গড়াগড়ি যায় । ভাবার্থ- ঘর গেরস্থালী কিংবা যে কোন ব্যাপারে কর্তা না থাকলে সমস্ত কিছু বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ।

❑ মানিক্যা বাবর্ শিনি খানা ।

মানিকের বাবার শিনি খেতে যাওয়া অর্থাৎ যখন গেল তখন আর কিছু অবশিষ্ট নেই । ইংরেজী প্রবাদ- "Late Latif."

☑ মানুচ্ নজ্জত উ-লে,
তান্ নজ্জত বু-লে ।

কোষ বড় হলে মানুষ বরবাদ আর তরকারি বরবাদ হয় ঝোলের পরিমাণ বেশি হলে ।

☑ মানুচ্ বুঝি পুগিয়ে কামারাম্ ।

মানুষ বুঝে পোকায় কামড় দেয় অর্থাৎ মানুষটার দৌড় বুঝে কুলোকে তার অনিষ্ট সাধনে তৎপর হয় ।

☑ মা মলেহ্ বাপ্ তালোই ।

মা মরলে বাপ তালুই ।

☑ মাল্ মাজ্ চোক্ খাং,
ভাদে কাবরে ইয়্যাং পাং ।

রোজ রোজ মাল মাছের মুড়ো খেতে পারলে ভাত কাপড়ের অভাব না রেখে দীর্ঘায়ু হওয়া যায় ।

☑ মিধা মুয়ে ভিদা তুলে ।

মিষ্টি মুখে ভিটা ছাড়া করা যায় ।

☑ মিধার্ লাভ পিবিরাম্ কায় ।

গুঁড়ের লাভ পিপড়ে খায় ।

☑ মিলা রেক্‌চ্ পিলা দাঙর্ ।

জীলোক পেটুক হলে বড় হাঁড়িতেই রান্না চাপায় ।

☑ মুঅ্ গুনে বেঙ্ মরে ।

মুখের গুনে (দোষে) ব্যাঙ মারা পড়ে অর্থাৎ ব্যাঙ ডাকে বলেই সাপ তাকে খুঁজে পায় । বাংলা প্রবাদ- “বোবার শত্রু নেই ।”

☑ মুঅ্ পীরা বুন্ ভাত্ ।

মুখের পীড়ায় রোগীকে যেন ঝোল ভাত খেতে দেওয়া হয়েছে । খুব মুখ রোচক অর্থে এই প্রবাদ বাক্য বলা হয়ে থাকে ।

❑ মুঅ ফাঙ্,
বন্ ফাঙ্ ।

মুখের বউনী বড় বউনী । যাদের বজ্রিশটা দাঁত আছে তাদের কথায় কথায়
মুখের বাক্য ফলে যায় বলে সাধারণের বিশ্বাস ।

❑ মুঅত্ চাবাল্যে লাজ্ নেই,
পুনত্ চাবাল্যে লাজ্ নেই ।

যারা নিলজ্জের একশেষ তারা মুখে মারলেও লজ্জা পায়না, পাছায় মারলেও
লজ্জা পায়না ।

❑ মুঅত্ পোরোক্
পেত্ ন ভোরোক ।

পেট ভরে আর নাই ভরুক, সবার যেন মুখে পড়ে । ভাগ করে খাবার জন্যে
চাকমাদের সর্বোত্তম নীতি ।

❑ মের দরে বান্দর নাজে ।

মারের ভয়ে বাঁদর নাচে । ভাবার্থ- মারের ভয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি আবোল তাবোল
অনেক কিছু বলে থাকে ।

❑ মোগ ভাগ্যে ধন,
পুরুজ্জ ভাগ্যে জন ।

স্ত্রী ভাগ্যে ধন, পুরুষের ভাগ্যে জন ।

য

❑ যদ গুরু তদ গবন্ ।

যত গুরু তত গোবর অর্থাৎ সংখ্যায় বেশি হলে সে অনুপাতে ঝামেলাও বেশি
হয়ে থাকে ।

❑ যদ বাক্বন্ পুনংবি বাব আধুং ।

লাউয়ের খোলা ভাঙবি ত পূর্ণিমার বাপের হাঁটুতে । বাংলা প্রবাদ- “যত দোষ
নন্দ ঘোষ ।”

- যম্ জামেই ভাগিনা,
এ তিন্ নয় আপনা ।
যম, জামাই আর ভাগনে এই তিনজনকে আপন বলা যায় না । সুযোগ এলেন
এরা নিজের কাজ গুছিয়ে নেয় ।
- যা' কথা শুনে তা' কথা গম্ ।
যার বক্তব্য শোনা যায় তার কথা ভালো অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত মনে হয় ।
- যা' ছবো তার মেয়্যা ।
যার সন্তান তার প্রতি তার বিশেষ মায়া ।
- যা' দিনত্ তার ।
যার দিনে তার অর্থাৎ যার যখন উঠতি অবস্থা তখন তার প্রতিপত্তি ।
- যা নাঙে নেই, মেজ্‌বান্যা ঘরত্ গেলোয়া নেই ।
যার কপালে খানা জুটবার নয় সে যে বাড়িতে ভুরি ভোজ চলছে সে বাড়ি
গেলেও খেতে পায়না ।
- যা ফালত্ তে পরে ।
যার ফাঁদ সে-ই সে ফাঁদে পড়ে । ভাবার্থ- পরের অনিষ্ট করতে গেলে
নিজেরই অনিষ্ট হয় ।
- যা' বাবরে কুমোরে খায়, তার খেউ দেলেহ্‌ দর্‌ গরেহ্‌ ।
যার বাপকে কুমিরে নিয়ে গেছে তার টেউ দেখলে ভয় লাগে । বাংলা প্রবাদ-
“ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায় ।”
- যা মনে যে কয়,
দুধ বেজি দই লই ।
যার মনে যা কয়, দুধ বেচে দই লয় ।
- যা মরন্‌ যিয়্যৎ
ন পানেই যায় সিয়্যৎ ।
যার যেখানে মৃত্যু লিখন নৌকা ভাড়া নিয়ে সে ঠিক সেখানে গিয়ে হাঙ্গির
হয় । বিধির নির্বন্ধ ।

❑ যা' সুদা তে কাদে ।

যার সূতো তাকে নিজেকেই তা কাটতে হয় অর্থাৎ নিজের চরকায় নিজেকে তেল দিতে হয় । ইংরেজী প্রবাদ- "Self help is the best help." / Oil your own machine.

❑ যাচ্যা ভাত ন খেলে তিন্ পোরু সং উবাজ্ থায় ।

সাধা ভাত না খেয়ে গেলে তিন প্রহর বেলা পর্যন্ত উপোস থাকতে হয় ।

❑ যাত্তনু আঘে আধুৎ বল্
তে খেব গঙ্গির জল্ ।

যার আছে হাঁটুর বল সে খাবে গাঙের জল । বাংলা প্রবাদ- "বীর ভোগ্য বসুন্ধরা ।"

❑ যাত্তনু আঘে দম্,
ক্যাত্তনু নয় কম্ ।

যতক্ষণ শরীরে দম আছে ততক্ষণ কেউ কারোর কম নয় । ভাবার্থ- ছোট বলে কাউকে অবহেলা করতে নেই ।

❑ যাত্তনু আঘে ধান্,
তা' কধানি তান্ ।
যাত্তনু আঘে তেঙা,
তা' কধানি বেঙা ।

যার আছে ধান, তার কথা টান । যার আছে টাকা, তার কথা বাঁকা বাঁকা ।

❑ যাদে আমন ইচ্ছা,
এথে পর ইচ্ছা ।

যাবার সময় নিজের ইচ্ছেয় যাওয়া, ফেরার সময় নির্ভর করে কিন্তু পরের মজির উপর কারণ কখন কার্যসিদ্ধি হবে তার ঠিক থাকেনা ।

❑ যারু অহুয় ন বঝরে অহুয়,
যার নমু নব্বই বঝরে নমু ।

আক্কেল বুদ্ধি যার হয়, নয় বছর বয়েসেই হয় । যার হয়না তার নব্বই বছরেও হয়না ।

যার কামে যারে সাজে,
আর কামে লাধি মারে ।

যার কাজ তারে সাজে, আর কাজে লাঠি বাজে ।

যার যেতুম ফাল্
তার সেতুম শাল্ ।

যার যত বড় লাফ তার তত গভীরে কাঁটা বিদ্ধ হয় । ভাবার্থ- আয়োজন যার
যত বড় ঝুঁকিও তার তত বেশি ।

যার লাগ্
তার ভাগ্ ।

যে পদের লোক তার স্ত্রীও জোটে সে দরের, সে অনুপাতে তার হিস্যা ও লাভ
হয় ।

যিনদি ঝর
সিন্দি জুমোর ।

যেদিক থেকে বৃষ্টির ছাট আসে ছাতা ধরতে হয় সেদিকে । বাংলা প্রবাদ-
“অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা ।”

যে কুগিয়ে কাবিব
সালাম গল্যেয়া কাবিব,
কলা দেঘেলেয়া কাবিব ।

যেই কুকী কাটবে, তাকে সালাম করলেও কাটবে আর বক দেখালেও
কাটবে । বাংলা প্রবাদ- “চোরা না গুনে ধর্মের কাহিনী ।”
(কুকী - কুকি-চিন ভাষাভাষী লোক)

যে কুত্তর লেজ বেঙা চুমাত্ ভরেলেয়া উজু ন অহয় ।

যেই কুকুরের লেজ বাঁকা চোঙার ভিতরে রাখলেও তা আর সোজা হয়না ।
বাংলা প্রবাদ- “কয়লা যায়না ধুলে, স্বভাব যায়না মলে ।”

যে কুরিয়ে বদা পারে তা' পুনেই জানে ।

যে মুরগি ডিম দেয় তার পৌদেই জানে কী যন্ত্রণা । ভাবার্থ- বাড়িতে যিনি টাকা
পয়সা রোজগার করে এনে সবার সুখ শান্তি বিধান করেন, তিনিই জানেন তাঁর
দুশ্চিন্তার খবর, অন্যেরা জানতে পারেনা ।

☑ যে দিনত্ যে কাল্
- অহরিণ্ডে চুমি গেল-
বাঘ গাল্ ।

যখন যেমন দিনকাল । হরিণও সময়ে বাঘের গালে গন্ধ ঝুঁকে যায় ।

☑ যে নত্ উধে সে ন পানি ঈজে ।

যে নৌকায় উঠে সে নৌকার পানি সঁচে । সাধারণতঃ মেয়েছেলেদের বেলায় এই প্রবাদটার প্রয়োগ হয়ে থাকে । বিয়ের পর স্বস্তুর বাড়ি মেয়েদের নিজের বাড়ি হয়ে যায় । তখন তারা সে বাড়ির স্বার্থ রক্ষা করে চলে ।

☑ যে পাদত্ খায় সে পাদত্ আহাষে ।

যে পাত্রে/খালায় খায় সে পাত্রে/খালায় পায়খানা করে অর্থাৎ নিমকহারাম ।

☑ যে পেকো উরিব বাত্ ফরফরায়্ ।

যে পাখি উড়বে সেটা ছোট থাকতেই বাসায় ফরফর করে । ইরেজী প্রবাদ-
"Morning shows the day."

☑ যে ফুল্ নিন্দা,
সে ফুল পিন্দা ।

যে ফুলের নিন্দে করি, সে ফুল গলায় পড়ি । ভাবার্থ- কুরূপ বলে যে মেয়েকে নিন্দা করেছি ভাগ্যক্রমে তাকেই হয়তঃ বিয়ে করতে হলো কিংবা যে কাজ হয়তঃ পছন্দ নয়, সে কাজেই জীবন কেটে গেল ।

☑ যে ভরু খানা,
সে ভরু লাদানা ।

যে পরিমাণ খানা খায়, সে অনুপাতে নাদতে হয় । ভাবার্থ- যার পেছনে যত ব্যয় সে অনুপাতে তার আয় করা উচিত ।

☑ যেমন তানা তেমন পোজ্যান্
যেমন টানা তেমন পোড়েন ।

যেস্তমান্ দেবাকালো সেস্তমান্ ঝর ন আনে ।

যত বড় মেঘ সে পরিমাণে বৃষ্টি হয়না । বাংলা প্রবাদ- “যত গর্জে তত বর্ষেনা ।”

যেধক দরায়,
সেধক্ লরায় ।

যত ডরায় তত তাড়া করে অর্থাৎ ভয় পেলে খেদানোর সুযোগ দেওয়া হয় ।

র

রনুখাঁ আমল মিধা !

কোথায় রণু খাঁর আমলের মিঠে অর্থাৎ সুখৈশ্বর্য? রণুখাঁ একজন সুবিখ্যাত চাকমা সেনাপতি । তাঁর আমলে চাকমা রাজ্যে সুখশান্তি ও সমৃদ্ধির অন্ত ছিলনা । যেহেতু তাঁর ভয়ে কোন বহিঃশত্রু রাজ্য আক্রমণ করতে সাহস করতনা । বাংলা প্রবাদ- “সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই ।”

রাজ্ ভুল্ কাজ্ ভুল্ ।

রাজাদেরও একধরনের রাজবোকামী থাকে । অনেক কিছু সাধারণ লোকে যা জানে, রাজার হয়ত সে সব জানার সুযোগ হয়না । জনৈক রাজার ভাতের অভাবে প্রজাদের সাদা পোলাও খেতে পরামর্শ দেওয়ার প্রবাদটা সুবিখ্যাত ।

রাজা ইচ্ছায় বাবা কাবে ।

রাজার ইচ্ছায় (হুকুমে) নিজের বাবাকেও কাটতে হয় । বাংলা প্রবাদ- “কর্তার ইচ্ছায় কৰ্ম ।”

রান্ধে বান্ চায়,
বারতে বান্ ন চায় ।

রাঁধতে সবুর মানে কিছু বাড়তে সবুর মানেনা । ভাবার্থ- ধন সম্পদ বা অন্য যা কিছু ঘরে তুলতে কোন গন্তগোল হয়না, ভাগাভাগিতেই যত ফ্যাসাদ লেগে যায় ।

❑ লক্ষী সীতা কলঙ্গিনী ।

সীতার মত লক্ষী মেয়েকেও কলঙ্গিনী অপবাদ পেতে হয়েছিল, অন্যের কী কথা?

❑ লগে যলা লগে শেজ্জ ।

আপদ বালাই সাথে সাথে দূর করতে হয় । ভাবার্থ- ঝগড়া ফ্যাসাদ কিংবা লেনদেনের হিসেব যখন তখন মিটিয়ে ফেলা ভালো ।

❑ লরানায় মরানায় সং ।

এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পুনর্বসতি নেওয়া আর মরা একই কথা ।

❑ লরি চরি বার,
ঘরত্ বোই তের ।

এদিক ওদিক ঘুরে বার টাকা রোজগার হলে, ঘরে বসে যা রোজগার হয় তা' তের টাকার সামিল ।

❑ লাঘত্ ন পায়দে জাগাত্ খাকুয়ায় ।

শরীরের যে জায়গা হাতে নাগাল পাওয়া যায়না, চুলকানিটা উঠে ঠিক সে জায়গায় । জিনিসটা খুবই দরকার অথচ সেটা রয়েছে নাগালের বাইরে, এ অবস্থায় এই প্রবাদটা বলা হয়ে থাকে ।

❑ লাদা খোন্ পাদা খোন্ ভাত্তন পোরাহ্ নয়,
পোরেয়া মায়ে মা দাগিলে আমন মাবো পোরাহ্ নয় ।

লতাপাতা যা-ই খাওনা কেন ভাতের মত হয়না; যেমন কিনা পরের মাকে মা ডাকলেও কখনও নিজের মায়ের মত নয় ।

❑ লাভে লুয়া বয়,
অলাভে তুলায় ন বয় ।

আর্থিক লাভ থাকলে লোকে লৌহা বহন করে । বিনা লাভে কিন্তু কেউ তুলাও বহন করে না ।

□ লামে পেলৈহু বেরে ন পায়,
বেরে পেলৈহু লামে ন পায় ।

লম্বায় ঠিক মত পাওয়া গেলেও ঠিক মত বেড়ের গাছ হয়না । আর ঠিক মত
বেড়ের গাছ মিললে, লম্বায় ঠিক মত হয়না ।

□ লুআর দুজ্,
কামাজ্যার দুজ্ ।

লোহারও দোষ কামারেরও দোষ । ভাবার্থ- এমনিতে লোকটা মন্দ তার তাছাড়া
বাপের স্বভাবও পেয়েছে ।

□ লুর শুগর চালত্ উখিলে ঘুরঘুরি দাঙরু অহম্ ।

খোঁয়াড়ের শূয়ের চালের উপর উঠলে তার 'ঘোঁৎ ঘোঁৎ' শব্দ বড় হয় । ভাবার্থ-
ক্ষুদ্র অবস্থা থেকে হঠাৎ বড়লোক হলে তার দেমাক বাড়ে । বাংলা প্রবাদ-
“অধনীর ধন হলে দিনে দেখে তারা ।”

□ লেই কুগুরে বেই উধে ।

কুকুরকে প্রশয় দিলে মাথায় বেয়ে উঠে ।

□ লেজে পিধে জরা ন মরে,
এ আহত্ উ আহত্ গরে ।

লেজে আর পিঠে জোড়া দেওয়া যায়না অর্থাৎ আয়ের অনুপাতে ব্যয় সঙ্কুলান
হয়না । কাজেই এর থেকে নিয়ে ওকে আর ওর থেকে নিম্নে তাকে দিয়ে
চলতে হয় ।

□ লেদার মোক্
সকল ভোজ্ ।

দুর্বল গোবেচারার লোকের স্ত্রীর সঙ্গে সবাই দেওর ভাবী সম্পর্ক পাতায় ।
ভাবার্থ- প্রভু দুর্বল হলে অধীনস্থদের যার তার হয়রানি সহ্য করতে হয় ।

□ লেন্দা গুরু ভন্দ চেলা ।

ন্যাংটা গুরু আর ভক্ত চেলা অর্থাৎ কিছু হারাবার ভয় যখন নেই, যেখানে
সেখানেই রাজিবাস চলে । বাংলা প্রবাদ- “ন্যাংটোর আবার বাটপাড়ের ভয় ।”

□ লোগ মুঅত্ জয়,
লোগ মুঅত্ ক্ষয় ।

লোকের মুখে জয়, লোকের মুখে ক্ষয় অর্থাৎ দশজনে ভালো বললে ভালো
মন্দ বললে মন্দ । বাংলা প্রবাদ- “দশচক্রে ভগবান ভূত ।”

- ☑️ অন্যা কখালই দুন্যা ন বেয়েচ্ ।
শোনা কথা নিয়ে দুনিয়া বেড়িয়োনা । বাংলা প্রবাদ- “গুজবে কান দিতে নেই ।”
- ☑️ শ্যাল্যা কাখোল খায় বুপ্যা মুঅত্ আধা ।
শেয়াল অর্থাৎ সেয়ানা কাঁঠাল খায় আর বোবা অর্থাৎ ছাগলের মুখে আঠা । এটি একটি উপকথার সারমর্ম । ভাবার্থ- সেয়ানা লোকে মজা লুটে, হয়রানি হয় বোকাদের ।

- ☑️ সঙ লাগত্ সঙে পায় ।
সমানে সমানেই লাগে ।
- ☑️ সচ্ সচ্ পেলেহু আহর খাং,
দর পেলেহু কায়ুয় ন যাং ।
নরম লাগে ত তার হাড়িডু খাই, শক্ত হলে তার কাছেও না যাই ।
বাংলা প্রবাদ- “শক্তের ভক্ত নরমের যম ।”
- ☑️ সচ্ কাবরে উল্ দাঙর ।
কাছা টিলে দিয়ে কাপড় পড়লে কোষ বড় হয় । বাংলা প্রবাদ- “লাই দিলে মাথায় উঠে ।”
- ☑️ সদরত্ আদর ।
ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার মধ্যেই আদর আপ্যায়নের ঘট ।
- ☑️ সমত্ জরায়ু,
অসমত্ খায় ।
সুসময়ে লোকে বিস্ত সম্পত্তি অর্জন করে আর অসময়ে তা’ দিয়ে আত্মরক্ষা করে ।

❏ সমাদে দেষে,
নিহগিল্‌দে ন দেষে ।

চুকতে দেখা যায় কিন্তু বের হতে দেখা যায় না । ভাবার্থ- লোকে উপার্জনটাই
দেখে, খরচটা দেখতে পায়না ।

❏ সাজ্‌ ভাদে গাল্‌ খজ্‌রায় ।

সুসিদ্ধ ভাত, তবু বলে গালে ফুটছে । বাংলা প্রবাদ- “সুখে থাকতে ভুতে
কিলায় ।”

❏ সাত্‌ বাঙালে এক দেই,
বাবে নিলেহ্‌ পুদে নেই ।

সাত কামলার একখানা দা' বাপে তা' কাজে নিলে ছেলে থাকে বসা । লোকের
অনুপাতে কৃষি হাতিয়ার কিংবা অন্যকাজে কোন অন্যবিধ সরঞ্জামের কমতি
হলে এই প্রবাদটা বলা হয়ে থাকে ।

❏ সাদ্‌ অঝায় পুয়া মরে ।

সাত ধাইয়ে ছেলে মরে । বাংলা প্রবাদ- “অধিক সন্যাসীতে গাজন নষ্ট ।”

❏ সাদাঙা কলেহ্‌ আদাঙা উরে ।

সৎমা বলতে আত্মরাম খাঁচাছাড়া ।

❏ সাপ্‌ অহ্‌ই খুন্ত,
অঝা অহ্‌ই ঝান্ত ।

সাপ হয়ে দংশে, ওঝা হয়ে ঝাড়ে ।

❏ সাপ্পো মারি লেজত্‌ পরাণ্‌ ন থয়্‌ ।

সাপটা মেরে ল্যাঙ্গে প্রাণ রাখতে নেই । বাংলা প্রবাদ- “শত্রুর শেষ রাখতে
নেই ।”

❏ সান্‌ গল্যে পার গরে ।

দৃঢ়তা থাকলে পার হওয়া যায় অর্থাৎ একাত্ত চিন্তে চেষ্টা করলে বিপদ মুক্ত
হওয়া যায় ।

- ❑ সিবিদি খেই জিল্ ঘা অহলে দৈ পিলা দেলেহ্ দন্ গরে ।
চুন খেয়ে জিভে ঘা হলে দইয়ের হাঁড়ি দেখলেও ভয় করে । বাংলা প্রবাদ-
“ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায় ।”
- ❑ সুগন্তুন্ সুখ খাল্ কুল্যা বাঝা ।
সুখের উপর সুখ, যদি হয় নদী তীরে বাসা । চাওয়ার যখন অন্ত থাকেনা তখন
এটা বলা হয়ে থাকে ।
- ❑ সুজ্ ভরাদে খুরোল্ ভরায় ।
সূঁচ ঢোকাতে ঢোকাতে কুঠার ঢোকায় । বাংলা প্রবাদ- “সূঁচ হয়ে ঢোকে, ফাল
হয়ে বেরোয় ।”
- ❑ সুল্লুগ ন মুরা উবুরেদিয়্য চলে ।
সবার যুক্ত পরামর্শক্রমে পাহাড়ের উপর দিয়েও নৌকা চালানো যায় । ভাবার্থ-
যৌথ প্রচেষ্টায় যে কোন কঠিন কাজ সমাধা করা যায় ।
- ❑ সুয্য তাবখুন্ বালুত্তাব্ বেজ্ ।
সূর্যের তাপের চাইতে সূর্যের তাপে উত্তপ্ত বালির উত্তাপ বেশি । ভাবার্থ- প্রভু
কিংবা উপরওয়ালার চাইতে অধীনস্থদের দাপট বেশি হয়ে থাকে ।
- ❑ সুয়াত্ পেই পেই বুয়াল্ মাজ্
আ-র খেদে চাজ্ মাল্ মাজ্!
বোয়াল মাছ খেয়ে মজা পেয়ে এখন আরো মাল মাছ খেতে চাও! বাংলা
প্রবাদ- “বারে বারে তুমি ঘুঘু খেয়ে যাও ধান!”
- ❑ সেদাম্ ন খেলে পাদ ভাত্ কুত্তরে খেই যায় ।
তাকত না থাকলে পাতের ভাত কুকুরে খেয়ে যায় । বৈষয়িক ব্যাপার থেকে
জীবনের সর্বক্ষেত্রে কথাটা প্রযোজ্য । এমন কি স্বামী অশক্ত হলে ঘরের স্ত্রীও
পরপুরুষে আসক্ত হয়ে পড়ে ।
- ❑ সেদাম্ নেই ভেদাম্,
মোন উবুরে তিন্ আদাম্ ।
মুরোদ নেই যার সে কিনা চায় পাহাড়ের উপরে তিনখানা গ্রাম বসাতে ।

☑ সেদাম্ নেই য়ার,
তিন মোক্ তার ।

মুরোদ নেই য়ার, তিন জ্বী তার ।

☑ সেদাম্ নেই ভেদাম্ এহত্তম আহ্,
গাঙ্কুলে নি নি ভিজ়েই ভিজ়েই খা ।

মুরোদ নেই তোর অত বড় হাঁ, নদীর ঘাটে নিয়ে ভিজ়িয়ে খা । এটি একটি
উপকথার সারমর্ম । লঙ্কবস্ত্র বুদ্ধির দোষে হারিয়ে ফেললে এই প্রবাদটা বলা
হয়ে থাকে ।

☑ সোবোনে একশত্ যোজন্ দেষে,
গুরু পুন ছামি ন দেষে ।

শকুন একশত যোজন দূর থেকে গরুর মৃতদেহ দেখতে পায়, কিন্তু গরুর
গুহ্যদ্বারের ছিদ্রপথে ছেলেরা যে ফাঁদ পেতে রাখে, তা' তার চোখে পড়ে না ।
উপমা- জ্যোতিষী সবার ভাগ্য গণনা করে চলে কিন্তু কখন নিজের বিপদ
আসছে তা' জানেনা ।

☑ সোম্ শনি পন্নিমে নীদি ।

সোমবার আর শনিবারে পশ্চিম দিকে যাত্রাপ্রভ ।

☑ সোম শুক্লর় রোয়় ধান্,
বুধে বৃষ্ণদে ঘরত্ আন্ ।

সোমবার আর শুক্রবার ধান রোপন আরম্ভ করার পক্ষে শুভদিন আর ফসল
কেটে ঘরে আনতে হলে বুধবার আর বৃহস্পতিবার শুভারম্ভের পক্ষে প্রশস্ত ।
চাকমারা এই হিসেবেই ধান বোনে আর ফসল কেটে ঘরে তোলে ।

হ

☑ হেদ্ আরি ধান খরচ্ ওহল্
মেজুবানানহ্ পুনত্ রোল্ ।

ষাট আড়ি ধানও শেষ হলো, ক্রিয়া কান্ডটাও ঝুলে রইলো অর্থাৎ পূজোটা
বিধিমনতে উৎরে গেলনা ।

চাকমা বাগ্‌ধারা (IDIOMS)

- ❑ অঝা বান্দর ।
বাদরের ওঝা অর্থাৎ নষ্টামিতে সেরা । বাংলায়- “দুষ্টের শিরোমনি” ।
- ❑ অল্প তেলে মরুময্যা ভাজা ।
অল্প তেলে মুচুমুচে ভাজা অর্থাৎ স্বল্প পুঁজিতে অত্যধিক লাভ প্রত্যাশা করা ।
- ❑ আ আহত্‌ ধইয়্যা যানা ।
হাত না ধুয়ে যাওয়া অর্থাৎ কিছু খেতে না পেয়ে শুধু মুখে বিদায় । বাংলায়- ‘পত্রপাঠ বিদায় ।’
- ❑ আ ওহলোদ্‌ দ্যা ত্যন্‌ ।
যেন হলুদ ছাড়া তরকারি অর্থাৎ এ্যানিমিয়া রোগীর মত ফাঁকাসে চেহারা ।
- ❑ আশুনত্‌ দ্যা দুর্বো ।
যেন আশুনে দেওয়া কচ্ছপটা । কোন কারণে কাউকে বেশি ছট্‌ফট্‌ করতে দেখা গেলে তাকে এটা বলা হয়ে থাকে ।
- ❑ আদোঙেয়্যা গুরু ।
গরুটা যেন হালের কাজে শিক্ষা পায়নি । সংসারে ডান, বাম চেনেনা এরূপ লোককে এটা বলা হয় ।
- ❑ আদানত্তুন্‌ বিগুন চেৎ‌ ।
বোঁটায় না ধরে যে মাঝখানে বেগুনের গা থেকে আরেকটা ছোট বেগুন বের হয়েছে । বাংলায়- ‘উড়ে এসে জুড়ে বসা ।’
- ❑ আকায্যা ধান কুজানা ।
আঁধারে ধান বোনা । বাংলায়- ‘আঁধারে ঢিল ছোঁড়া’
- ❑ আমনক্যা পল্লান্‌ ।
এমন শিকারী, একেবারে বেকুব বন্‌তে হয় । ডন কুইক্সোটের মত লোকদের বলা যায় ।

❑ আমিলেইয়্যা শিগোন শাক্ ।

সুসিদ্ধ হয়না এরকম শিগোন শাক অর্থাৎ লোকটা বেজায় অমিশ্রক ।

“শিগোন শাক” এক প্রকার বনজ সবজি । পাহাড়ের উত্তর ধারে জন্মানো এই শাক নাকি সুসিদ্ধ হয়না । সে কারণে গলা চুলকায় ।

❑ আহুঘি ন পাজ্যা কুণ্ডুবো ।

যেন পায়খানা করতে না পারা কুকুরটা । বিপদমুক্তির জন্যে কাউকে ঘন ঘন এদিক ওদিক করতে দেখা গেলে তাকে লক্ষ্য করে এটা বলা হয়ে থাকে ।

❑ আহুঘি সরে পেইয়ে ।

পায়খানা করে যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে অর্থাৎ পালিয়ে বেঁচেছে ।

❑ আহুজা খেইয়্যা গব ।

যেন নোনা খাওয়া গয়াল, ঠিক সময়ে নোনাতে এসে হাজির হবেই । যাদের কোন কিছুতে বাই আছে তাদের বলা হয়ে থাকে । যেমন- যাদের ক্লাবে যাবার অভ্যেস, বৃষ্টি বাদল উপেক্ষা করে তারা ঠিক সময়ে ক্লাবে গিয়ে হাজিরা দেবে ।

❑ আহুজার বান্ ।

হাজার বাঁধন অর্থাৎ ঘর । কথায় বলে হাজার কথা না হলে বিয়ে হয়না, হাজার বাঁধন না হলে ঘর হয় না ।

❑ আহুত্ আচ্ছুর ।

হাতে শয়তানি খেলে অর্থাৎ চুরি করা স্বভাব ।

❑ আহুত্ ঝাদি ।

চলতি হাত । সরল অর্থে, খুবই কাজের লোক; বাঁকা অর্থে, যে লোক অল্পতেই মেরে বসে ।

❑ আহুত্ ধোই দেনা ।

হাত ধুয়ে দেওয়া, সোজা কথায় সাদরে ডেকে নেমন্তন্ন খাওয়ানো । চাকমা গেরস্থ সাধারণত অতিথিকে পাতে বসিয়ে নিজে হাত ধুয়ে দেয় । সেখান থেকে এ কথাটার উৎপত্তি । কেউ কাউকে ফাঁকি দিলে ঠাট্টা ছলে এটা বলা হয় । তখন এটার মানে হয়, - শুধু হাতে বিদায় ।

- আহুদে খুজ্খুজানা বা খজ্খজানা ।
হাতে চুলকানি লাগা । বাংলায়, ‘হাত নিশ্‌পিস্ করা ।’
- আহমত্তল্ বাধি ।
এতে মাটি থেকে মাচান ঘরের তলার উচ্চতা অপেক্ষাকৃত কম বোঝায় ।
গায়ে গতরে যারা বেঁটে-খাটো তাদের লক্ষ্য করে এটা বলা হয় ।
- আহলি গাখ্যা মালেই ফুল্ ।
যেন এক সূতোয় গাঁথা মালেই (কাণ্ডজে) ফুল । গূঢ় অর্থে- দড়িতে বাঁধা একসার বন্দীকে বোঝায় ।
- আয়্ বান্দরী, যা বান্দরী ।
বান্দর নাচিয়ে যেমন বান্দরটাকে আয় বললে আসে আর যা’ বললে যায়, তেমনি সব সময় ফাই ফরমাস খাটির মত লোক । যেমন- বেয়ারা ইত্যাদি ।
- উদুরুং ধুদুরুং,
মাল্যামা সুরুং ।
মাল্যামা সুড়ঙ্গের মত অন্তঃসারহীন ফাঁপা অর্থাৎ বেজায় সরল ।
- উন্দুর তেম্মাং ।
ইদুরের পরামর্শ অর্থাৎ বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধার জন্যে ইদুরের সভার মত সিদ্ধান্তবিহীন এবং নিষ্ফল ।
- একু মুয়ে বিয়াল্লিশ ভাজ্ ।
একমুখে বিয়াল্লিশ প্রকার কথা বলা অর্থাৎ ঘন ঘন মত পরিবর্তন করা ।
- এহুদো কেয়্যাং কুগুরে ভুগের ।
কুকুর যেন ঘেউ ঘেউ করে হাতি খেদাচ্ছে । এদিকে হাতি কানেও নেয়না ।
কেউ কারো ডাকে গা না করলে এটা বলা হয়ে থাকে ।
- এহুরা কুদা গরুবো ।
যেন মাংস কুটার কাঠের টুকরাটা- যে মাংসই হোক তার উপর রেখেই কুটা হয়ে থাকে । ভাবার্থ- দুদলের ঝগড়া বিবাদের মাঝখানে পড়লে সময়ে এ দল মাড়িয়ে যায় আরেক সময় অন্য দল মাড়িয়ে যাবে । অর্থাৎ দুপক্ষেরই হয়রানি সহ্য করতে হয় ।

□ এহুং মারিম্ দাত ছারিম্ ।

হাতি মারবো দাঁত তুলবো অর্থাৎ অতি দম্ভ । তুলনীয়- ‘মুখেন মারিতং জগত ।’

□ করা পুক খেইয়্যা কুরাবো ।

যেন করা পোকা খাওয়া মুরগিটা । করা পুক এক রকমের পোকা মাটিতে হাঁড়ি বেঁধে থাকে । মুরগি পেলে গিলে খায় আর পেটে গিয়ে পোকাটা যেখানে সুযোগ পায় কামড়ে ধরে । যতক্ষণ না ওটা মারা যায় মুরগিটা কামড়ের চোটে নেশা খাওয়া লোকের মত চোখ বুঁজে ঢুলতে থাকে । দুশ্চিন্তাগ্রস্থ লোক যখন চিন্তার ভারে ঝিম্ মেরে বসে থাকে তখন তাকে এই উপমা দেওয়া হয় ।

□ কয় পোগোন পিধা খেইয়্যছ?

কয় পোগোন এর পিঠে খেয়েছ অর্থাৎ তোমার বয়েসই বা কী, অভিজ্ঞতাই বা কী? (পোগোন- এক প্রকার মাটির পাত্র)

□ কাঙারা মজা ফাদি দেনা ।

কাঁকড়ার খাঁচা ছিড়ে কাঁকড়া ছেড়ে দেওয়া । ভাবার্থ- এক জনের দোষ ত্রুটি লোক সমক্ষে প্রকাশ করে দেওয়া ।

□ কাজ উম্ দেনা ।

বৃথাই তা দেওয়া অর্থাৎ মানুষ করার বৃথা চেষ্টা ।

□ কান্ চোগ পানি ।

অন্ধচোখের জল । তরকারির ঝোল কিংবা অন্যান্য পানীয়ের রঙ স্বাভাবিক রঙের চাইতে বিবর্ণ হলে ঠাট্টা করে এটা বলা হয়ে থাকে ।

□ কানাহ্ উবুরেদি বাড়েই দেনা ।

কাঁধের উপর দিয়ে বাড়িয়ে দেওয়া অর্থাৎ পরের কাঁধে বন্ধুক রেখে শিকার করা ।

□ কানে শিঙে বান্যাহ্ ।

কান আর শিঙে বাঁধা । বাংলায়- ‘আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা ।’

□ কুগুরে মিধা আহরি সুক্ পেইয়ে্যে ।

কুকুর যেন গুঁড়ের হাঁড়ি খুঁজে পেয়েছে অর্থাৎ বার বার সেখানে গুঁড় খেতে ছোটে । একই জিনিসের জন্যে কেউ বার বার একই দুয়ারে ধরনা দিলে তাকে উপলক্ষ্য করে এটা বলা হয়ে থাকে ।

- ❑ কুচ্ছ্যারে চোখ দেনা ।
কুচ্ছ্যা মাছকে চোখ দেওয়া অর্থাৎ মূর্খকে লেখাপড়া শিখিয়ে ফ্যাসাদ বাঁধানো ।
- ❑ কুঝি বচ্ ভাঙি পরানা ।
কচি বয়সে ভেঙে পড়া অর্থাৎ অল্প বয়সে মৃত্যু হওয়া । এটি একটি শপথ বাক্য এবং সত্য পাঠও বটে ।
- ❑ কুধু আগাজ্জ চান্তারা, কুধু পুন কেচ্ ফরা ।
কোথায় আকাশের চাঁদ তারা আর কোথায় পাহার বিষ ফোঁড়াটা । সামঞ্জস্যহীন তুলনা ।
- ❑ কুমুরা তোন ইজাবো ।
যেন কুমড়ো তরকারিতে দেওয়া চিংড়ি মাছ । ভাবার্থ- যেন খুবই খেলো সম্পর্ক ।
- ❑ কুরাহ্ চরা বিলেইবো ।
যেন মুরগি চোর বেড়ালটা । যে লোক বুনো বেড়ালের মত চিত্র বিচিত্র জামা গায়ে দেয় তাকে এই নামে ঠাট্টা করা হয়ে থাকে ।
- ❑ কুরাহ্ মুঅত্ ইজা পোজ্যো ।
মুরগির ঝাঁকে যেন চিংড়ি পড়েছে । এ অবস্থায় চিংড়ি নিয়ে মুরগিদের মধ্যে খুব লোফালুফি চলে । মানুষের মধ্যে যখন কোন মুখরোচক বিষয় নিয়ে লোফালুফি চলে তখন এটা বলা হয়ে থাকে ।
- ❑ কুরিহ্ কান্ ।
মুরগির মত অন্ধ অর্থাৎ সাঁঝ ঘনিয়ে এলে আর ভালো দেখতে পায়না । বাংলায়- ‘রাতকানা ।’
- ❑ কেম মাধাদি ঘু বাঝেই দেনা ।
কঙ্কির মাথায় করে শু লেপে দেওয়া অর্থাৎ অনিষ্টটা নিজের হাতে না করে পরের হাতে করানো ।
- ❑ কোজোই পানি লইয়া রাদাবো ।
কোজোই পানি নেওয়া অনুষ্ঠানে উৎসর্গ করা মোরগটা । নবজাতকের নাভি ঝরে গেলে একজন চাকমা প্রসূতিকে সামাজিক বিধিমতে ওঝা বা ধাইয়ের হাতে পরিশুদ্ধ হতে হয় । এই অনুষ্ঠানকে বলে ‘কোজোই পানি’ লওয়া । এর পূর্বে প্রসূতির পাক স্পর্শ করা নিষেধ । এই অনুষ্ঠানে একটি জীবিত মোরগ

উৎসর্গ করা হয়ে থাকে। অতঃপর এই মোরগটা আর কোন পূজোয় লাগেনা। এটি ধাই এরই প্রাপ্য। পূর্বকৃত কৰ্ম হেতু যার দ্বারা আর কোন সুকাজ পাবার আশা থাকেনা এরূপ লোককে এটা বলা হয়ে থাকে। যেমন- একজন ভোটের ভোট দেবার পর এই পর্যায়ে এসে পড়ে কারণ, সে আর দ্বিতীয়বার কারো পক্ষে ভোট দিতে পারেনা।

□ **কোদোলি ভুলত পোজ্যে।**

মেয়ে ছেলের প্ররোচনায় ভুলেছে।

□ **ক্যরে বুগ সাজ্ ক্যরে পিধি সাজ্।**

কাউকে বুকের মাংস আর কাউকে পিঠের মাংসের মত ব্যবহার করা অর্থাৎ পক্ষপাতিত্ব করা।

□ **ক্যং ঘর কুণ্ডুবো।**

ক্যং অর্থাৎ বৌদ্ধ বিহারের কুকুরটা। বিহারে বহু বেওয়ারিশ কুকুর উচ্ছিষ্ট খাবার জন্যে আশ্রয় নিয়ে থাকে। এই রকম কেউ যদি বিনা পরিশ্রমে কারো বাড়িতে খেয়ে দেয়ে দিন কাটায়, তাকে লক্ষ্য করে এটা বলা হয়ে থাকে।

□ **খন্দল্যা চরা লই চাদিগাঙ্ড্যা চরা।**

খন্ডলের চোরা আর চাঁটগেয়ে চোরা অর্থাৎ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।

□ **খরান্যা কবা।**

খরার দিনের কাক অর্থাৎ স্বাভাবিক রা কাড়তে পারেনা। মানুষের মধ্যে যাদের হাঁসা গলা তাদের বলা হয়।

□ **খরান্যা ধুল্ল।**

খরার সময়ের ঢোল অর্থাৎ সব সময় চড়া সুরে বাঁধা। সব সময় যার গলা ছড়িয়ে সপ্তম সুরে কথা বলার অভ্যেস তাকে এই নাম দেওয়া হয়ে থাকে।

□ **খলা মারনী।**

গানের আসরে প্রথম ঐক্যতান বাদন (কনসার্ট)কে চাকমা কথায় ‘খলা মারনী’ বলে। ভাবার্থ- কাজের বউনী। এতে মারামারি বা ঝগড়া বিবাদে উপক্রমনিকাকেও বোঝায়।

□ **খল্যা ঝারাহ্।**

থলে উজার করা। ভাবার্থ- ‘শেষ সন্তান।’

❑ খাজাত্ বান্যা কুরাহ্ ।

খাঁচায় বাঁধা মুরগি অর্থাৎ যখন খুশি ধরে জবাই করা যায় । ভাবার্থ- চারধারে এমন অবস্থা, যে কোন সময় বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে অথচ পালাবার সুযোগ নেই ।

❑ খাজিদ্যা গাঙ্ঘো ।

গাছের গোড়ার চারধারে ২/৩ ইঞ্চি গভীর খাঁজ কেটে দিলে গাছটা আস্তে করে মারা যায় অথচ খাঁড়া থাকে । তখন সেটা অল্প বাতাসে পড়ে যেতে পারে । এই প্রক্রিয়াকে বলে খাজি দেওয়া । কোন লোককে যখন বিচারে প্রথম বারের মত হুঁশিয়ারী দিয়ে কিংবা মোচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাকে তখন এই উপমা দেওয়া হয়ে থাকে । তখন তারও গাছটার মত অবস্থা, সামান্য ক্রটিতে ফেঁসে যেতে পারে ।

❑ খের বেনা ।

খড়ের বেনী অর্থাৎ খড় দিয়ে তৈরি প্রতিমূর্তি- অবিকল দেখতে কিন্তু কোন কাজের নয় । তুলনীয় বাংলায়- ‘পুতুল রাজা ।’

❑ গাজত্ত্বন্ অহ্লা পর্জ্যে পারা ।

গাছ থেকে যে হলো পড়ল লাফিয়ে । এক বিষয়ে গুরুতর আলাপ আলোচনার মাঝখানে হঠাৎ কেউ কোন অবাস্তব কিংবা চমকপ্রদ কথা বললে এটা বলা হয়ে থাকে ।

❑ গাধি বুর্ পারি উধানা ।

অবগাহন স্নান করে উঠা অর্থাৎ সব কিছু পাপ কাজ তওবা করে পরিশুদ্ধ হওয়া ।

❑ গান্ঝা কানি ঝাগেয়েই দিয়্যা ।

শুধু গামছা ঝেড়ে দেনেওয়ালা । দুই চোরের উপাখ্যানে প্রথম চোর ত শুধু হাঁড়িতে জল চাপিয়ে রান্না করতে বসেছে, দ্বিতীয় চোর আবার চাল দেবার নাম করে হাঁড়িতে খালি গামছাখানা ঝেড়ে দিল । কেউ বিনা পুঁজিতে কাজে শরিক হলে তাকে এই বলে ঠাট্টা করা হয়ে থাকে ।

❑ গাম্ চেলা গাম্ শিং ।

একাই পালোয়ান, একাই খেলুড়ে । বাংলায়- ‘একমেবাদ্বিতীয়স্ ।’

- গোরগোজ্যা বাগত্ পর্জ্যে ।
স্রোতের মুখে পড়েছে অর্থাৎ বাধা বিপত্তি কাটিয়ে সাংসারিক অবস্থা সহজ সচ্ছল হয়ে এসেছে ।
- ঘর উন্দুরবো উধেৰ্ আর পরেৰ্ ।
ঘরের ইঁদুরটা উঠছে আর পড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ ঘরে খুবই খাদ্যাভাব তাই ইঁদুরটাও না খেতে পেয়ে বসে থাকার সামর্থ্য পর্যন্ত হারিয়েছে ।
- ঘা নেই গুরি পুৰ্ পারি দেনা ।
শরীরের কোথাও ঘা নেই তবু পোকায় খাওয়া । ভাবার্থ- বিনা অপরাধে অপরাধী করা ।
- ঘুজি ঘুজি চ (৩) ত্যন্ ।
বারে বারে সেই একঘেঁয়ে 'চ' তরকারি । কোন কিছু বার বার পুনরাবৃত্তি ঘটলে এটা বলা হয়ে থাকে । তুলনীয় বাংলায়- খোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বাড়ি খোড় ।
(৩) বেতের আগার মত এক জাতীয় সবজি ।
- চলা লুদি খেইয়্যা অহুরিঙ্গো ।
চলা লতা খাওয়া হরিণটা । এই লতা একপ্রকার তেজস্কর ভেষজ । দৈবাৎ হরিণ এই লতার পাতা খেলে পরে তার মধ্যে নাকি অস্থিরতা দেখা দেয় । কোন যুবতী মেয়েছেলের মধ্যে সে রকম চঞ্চল গতি চঞ্চল চাহনি দেখা গেলে তাকে এই উপমা দেওয়া হয় ।
- চাদারা লাক্ পানাহ্ ।
চড়ায় এসে ঠেকা অর্থাৎ অবস্থা বিপর্যয়ের শেষ সীমায় উপস্থিত হওয়া ।
- চাবায়্ লাহয়্ লাহয়্ ।
ঝামেলা মুক্ত অর্থাৎ বাংলায়- গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো ।
- চামারা বান্যা মু ।
মুখখানা যেন চামড়া দিয়ে বাঁধানো অর্থাৎ লোকটা যারপর নাই লজ্জাহীন ।
- চালন্তলে চাল্ চোরোই ।
চালের নীচের চড়ুই অর্থাৎ পরাশ্রিত ব্যক্তি ।

- ❑ চিগোন্ গুরায় পোগো বাহ সুখ পানা ।
ছোট ছেলে যেন পাখির বাসা খুঁজে পেয়েছে অর্থাৎ ঘন ঘন জিনিসটা দেখতে ছোটো ।
- ❑ চিদান কনাধি পহ্নু দেগানা ।
ঘর পোড়ার সময় হতবুদ্ধি লোক যেমন সদরের চেয়ে অন্তরের দিকে বেশি আলো দেখে আর ঘরের ভিতর থেকে বের হতে সেদিকে ছুটে গিয়ে আগুনে পুড়ে মরে, তেমনি কেউ সুপথে না গিয়ে কুপথ ধরলে তাকে উদ্দেশ্য করে এটা বলা হয়ে থাকে ।
- ❑ চিল চোখ ।
চিলের মত চোখের দৃষ্টি । বাংলায়- ‘শ্যেণ দৃষ্টি ।’
- ❑ চিৎ খেইয়্যা বাঘ ।
কলজে খেকো বাঘ অর্থাৎ কলিজা সমূলে ধ্বংসকারী ।
- ❑ চিৎ দিঘোল্ গরানা ।
কলজেটা লম্বা করা অর্থাৎ অনুগ্রহ করা ।
- ❑ চুগুনা মাদিৎ আঝার খানা ।
শুকনো মাটিতে আছাড় খাওয়া অর্থাৎ যেখানে কোন বিপদের আশঙ্কা নেই সেই জায়গাতে ঠোঁকর খাওয়া ।
- ❑ চোগেধি জুনিহ্ দেঘানা ।
চোখে জোনাকি দেখা । তুলনীয় বাংলায়- ‘চোখে সর্ষে ফুল দেখা ।’
- ❑ ছ ছ, পু পু ।
ছানার ছানা তস্য ছানা অর্থাৎ দ্রুত বংশ বৃদ্ধি ।
- ❑ ছজ্ বেতাগী ।
বেতটা অল্প টানে খুলে আসবে মনে হয় কিন্তু আসেনা । বেত লতা গাছকে আশ্রয় করেই বাড়ে । তাই একটা বেত গাছ টেনে নামাতে হলে একাধিক লোকের দরকার হয় । হাবভাবে মনে হয় সহজে বশে আসবে কিন্তু কার্যকালে পেছিয়ে যায়, এরূপ লোককে কথটা বলা হয়ে থাকে ।

❑ **ছ'খী চাঙুরা ।**

যেন ছানাওয়ালা কাঠময়ূরী, তার কাছ থেকে ছানা ধরে নিয়ে যায় কার সাধি ।
এই স্বভাবের স্ত্রীলোককে এই উপমা দেওয়া হয়ে থাকে । কেউ তার ছেলেকে
কোন কিছু বলতে গেলেই মুঞ্চিল, মারা ত দূরের কথা ।

❑ **ছুল্যা কলা ।**

যেন খোসা ছাড়ানো কলা । কারো উদ্যোগ গাও বোঝায় আরেক অর্থে কাউকে
বক দেখানো ।

❑ **জাগা গরম অহনা ।**

জায়গা গরম হওয়া । ঝগড়া ফ্যাসাদ কিংবা কোন কারণে আবহাওয়া বিষিয়ে
উঠলে লোকে ঐ জায়গাটা গরম হয়েছে বলে । কোন সংক্রামক রোগের
প্রাদুর্ভাব ঘটলেও লোকে বলে জায়গাটা গরম হয়েছে ।

❑ **জাগা বুঝা অহনা ।**

জায়গা বুড়ো হয়ে যাওয়া । একটা বাচ্চা ছেলে অধিকক্ষণ এক জায়গায়
থাকতে থাকতে হঠাৎ যখন কান্নাকাটি শুরু করে, তখন বুঝতে হবে তার
জন্যে সে জায়গাটা বুড়ো অর্থাৎ একঘেয়ে হয়ে গেছে । তখন তাকে অন্য
জায়গায় নিতে হয় ।

❑ **তদাত্ আহর বাচ্যে পাহ ।**

যেমন নাকি গলায় হাড় আটকেছে, ফেলতেও পারেনা গিলতেও পারেনা ।
কেউ হঠাৎ কোন গোপন কথা শুনে ফেললে যতক্ষণ না সে পরের কাছে
কথাটা ফাঁস করতে পারছে, তার তখনকার অবস্থাটা বোঝায় ।

❑ **তা আহদত্ দভা কাধি ।**

তার হাতে হাতা, তার হাতে খুস্তি অর্থাৎ রান্নার বেলাও তিনি, ভাগের বেলাও
তিনি । ভাবার্থ- তার হাতেই সমস্ত কলকাঠি ।

❑ **তাগন্তলে উগুরিক ।**

পাখি তাড়ানোর জন্যে চাকমারা ধান ক্ষেতের এদিকে ওদিকে সারি সারি
আধাআধি চেরা বাঁশ পুঁতে সেগুলো পরস্পর রশি দিয়ে সংযোগ করে রশির
মাথা ঘরে এনে রাখে । ধানের উপর পাখি বসলে এই রশি টানা হয় । আর
ওদিকে তখন প্রত্যেকটা বাঁশে ঠোকাঠুকি লেগে ঠক্ ঠক্ শব্দ হতে থাকে ।

তাতে পাখিরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। এই চেরা বাঁশগুলোকে বলে 'তাক'। ঠিক তাকের নীচে পাখি বসলে সে দুয়েকবার হয়ত ভয় পায় কিন্তু বাঁশটার নড়া দেখে দেখে সে পরে সেয়ানা হয়ে উঠে। তখন আর সে ঠক্ ঠক্ শব্দে ভয় পায়না এবং না পালিয়ে এক নাগাড়ে ধান খেতে থাকে। মানুষের মধ্যে এরূপ ঠ্যাটা স্বভাবের লোককেই বলে 'তাগন্তলে উত্তরিক'।

❑ তাগল দাদ্ বাধি।

দা'য়ের বাঁট খাটো অর্থাৎ লোকটার বুদ্ধি বিবেচনা একটু কম। আগে চাকমাদের মধ্যে নাকি দা'য়ে লম্বা বাঁট লাগানো হত যাতে পানিতে পড়লে ভেসে থাকে আর সহজে খুঁজে পাওয়া যায়। যারা দায়ে খাটো বাঁট লাগায় তাদের দা পানিতে পড়ে গেলে খুঁজে পাওয়া যায়না, সুতরাং তারা অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন।

❑ তিগিনি ছিনা।

টিকি ছেঁড়া। ভাবার্থ- উড়ন চন্ডী।

❑ তিনে সুনজুগে এগন্তর।

তিন অস্ত্র সমন্বয়। তুলনীয় বাংলায়- 'ত্র্যাহস্পর্শ'।

❑ তুগুন বাজ্।

মুড়ার পিঠে গজানো বাঁশ অর্থাৎ বাতাসে ক্ষণেক মুড়ার এপাশে ক্ষণের ওপাশে বুলে পড়ে। যে লোক সুযোগ বুঝে একবার এপক্ষে একবার ওপক্ষে যোগ দেয় তাকে এ উপমা দেওয়া হয়। বাংলায়- 'বাদুড়'।

❑ তুগুরি ছিনি দেনা।

মাছের ঠোঁটের নিম্নাংশটাকে তুগুরি বলে। তুগুরি ছিঁড়ে দেওয়া অর্থাৎ বিরাত একটা দাঁও মারা।

❑ থালত্ পানি দে্য পারাহ্।

যে থালায় পানি দেওয়া হয়েছে। ভাবার্থ- একেবারে নীরব নিস্তব্ধ। ইংরেজীতে- Pin drop silence.

❑ খেঙা চেরেই।

যেন গাছের গুঁড়িতে বসা ঝিঁ ঝিঁ পোকা- সব সময় একটানা ঝিঁ ঝিঁ ডাক ছাড়ে। গুঁড় অর্থে- যে লোক সব সময় 'দাও দাও' করে থাকে।

❑ খেং ফাদা নাদেঙ ।

চাকমা ছেলেরা একই কাষ্ঠখন্ড থেকে অভিন্ন ভাবে লাটিম আর তার নীচের দন্ডটা তৈরি করে নেয় । যেন দন্ড ফাটা লাটিম অর্থাৎ লাটিমটা নিয়ে এত খেলা হয়েছে যে তার দন্ডটা ফেটে গেছে । ভাবার্থ- অপরের ইচ্ছায় লোকটাকে এত ঘন ঘন যাওয়া আসা করতে হয় যে, তারও যেন দন্ড ফাটা লাটিমের অবস্থা ।

❑ দজ্জি সুজ্জ ।

দরজির সূঁচ অর্থাৎ লোকটার যেখানে সেখানে নাক গলানো স্বভাব ।

❑ দরে ইজা ।

ভয়ে একেবারে চিৎড়ি মাছ অর্থাৎ চিৎড়ি মাছের মত ভয়ে লেজ গুটিয়ে থাকা ।
বাংলায়- ‘ভয়ে কেঁচো’ ।

❑ দাগি আনিহু বানিহু মারানা ।

ডেকে এনে বেঁধে মারা । বাড়িতে এনে ভালো খাওয়াতে না পারলে লোকে বিনয়ের সঙ্গে এই কথাটা বলে ।

❑ দারু ভাঙা কাঙারা ।

দাঁড়া ভাঙ্গা কাঁকড়া অর্থাৎ লোকটার আর কোন প্রকার ইষ্ট কিংবা অনিষ্ট করার সামর্থ্য নেই । তুলনীয় বাংলায়- ‘হুঁটো জগন্নাথ’ ।

❑ দারি উভা ।

দাড়ি খাড়া হয়ে যাওয়া অর্থাৎ উপায়ান্তরহীন অবস্থা । তুলনীয় বাংলায়- ‘চোখ ছানাবড়া’ ।

❑ দারিত্ বাখি এঝানা ।

দাড়িতে লেগে উঠে আসা । বাংলায়- ‘মুফত লাভ’ ।

❑ দিক্ বাধি অহনা ।

দিক্ বাধি অহনা

কলা গাছের পাতা ক্রমশঃ খাটো হয়ে আসা । এর অর্থ, মোচা বার হবার সময় হওয়া । গুচ অর্থ- অন্তঃসত্ত্বা হওয়া ।

❑ দুম্ মিলা মু ।

যেন ডোমের মেয়ের গলা, স্বরগ্রাম যেমন উচ্ছে তেমনি যতি বিহীন বকুনি ।

❑ ধলাই বাবর গিরিস্তি ।

ধলাবির বাবার সংসার অর্থাৎ ঘরের এই জম জমাট, এই দৈন্যদশা ।

❑ ধিবাদ্যা পন্দিত্ ।

ছিপি আঁটা পন্দিত- পাছে কিছু বুদ্ধি বেরিয়ে যায় তা নাকে কানে ছিপি এঁটে রাখে । অর্থাৎ খেলো অর্থে- ‘দিগ্গজ পন্দিত’ ।

❑ ধুওরাৎ বুক্ কুদানা ।

জন মানবহীন ধুধু প্রান্তরে বুক চাপড়ে বিলাপ করা । বাংলায়- ‘অরণ্যে রোদন’ ।

❑ ধুরি আন্যাহ্ অহ্গলক্ ।

যেন ধরে আনা অহ্গলক পাখিটা । তুলনীয় বাংলায়- ‘ভিজে বেড়াল’ ।

❑ ধূল্যা চরত্ মুদানা ।

বালুচরে প্রসাব করা । ভাবার্থ- যে উদ্দেশ্যে কষ্ট কিংবা ত্যাগ স্বীকার করা সমূলে তা’ ব্যর্থ হয়ে যাওয়া ।

❑ ধেল্ ঈধিত্ ক বাঙ্ঘ্যে পারাহ্ ।

ঈধি - এক প্রকার ফাঁদ । গাছ অথবা বাঁশের কঞ্চির এক মাথা মাটিতে পুঁতে অপর মাথা ধনুকের মত বাঁকিয়ে মাটিতে ফাঁদ পাতা হয় । কঞ্চিটা মজবুত না হলে ফাঁদে পড়া ঘুঘু রশির টানে একবার উপরে উঠে যায় পরক্ষণে নিজের ভারে আর পাখার ছটপটানীতে আবার মাটি ছুঁই ছুঁই হয় । এমনি করে ঘুঘুটা বার বার উপর নিচে করতে থাকে । ভাবার্থ- কোন ব্যাপার ‘হবে হবে’ করে দীর্ঘদিন বুলে থাকলে এটা বলা হয় অর্থাৎ বুলাবুলা আছে কিন্তু সমাপ্তি দেখা যায় না ।

❑ ন আহ্‌রেইয়্যা মু ।

মুখখানা করেছে যেন তার একমাত্র নৌকাখানা হারান গেছে অর্থাৎ বিপন্ন মুখচ্ছবি ।

❑ নল পাব্ ভরানা ।

চুঙ্গার পাব ভরে যাওয়া । বাংলায়- দুঃখের বা পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে ।

❑ নলা কেচ্‌ খেইয়্যা কুওরুবো ।

পায়ের লোম খাওয়া কুকুরটা অর্থাৎ যারপর নাই পোষমানা । একান্ত অনুগত লোকদের অন্যেরা এ উপমা দিয়ে ঠাট্টা করে থাকে । বাংলায়- ‘পা চাটা কুকুর’ ।

❑ না পিধা ঋ পিধা ।

পিঠে খেতে চায়না তবু তাকে পিঠে খাওয়ানো । তুলনীয় বাংলায়- ‘অনুরোধে টেঁকি গেলানো ।’

❑ নাক্ কান্ কাবিলে ছান্মোয়া ভরে ।

শুধু নাক আর কানগুলো কেটে নিলে চুপড়ি ভরে । একটা বংশের মধ্যে বহু লোক বোঝাতে এটা বলা হয়ে থাকে ।

❑ নাদিন্ দেখ্যা মু ।

মুখখানা যেন সদ্য নাতির মুখ দেখেছে অর্থাৎ দৃষ্টান্তহীন প্রফুল্ল মুখ ।

❑ পদন্ বাধি ।

পতরটা খাটো অর্থাৎ অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন লোক । পতর চাঁইয়ের মধ্যে মাছ আটকে রাখে । পতরটা খাটো হলে যেমন মাছ আটকায়না তেমনি মানুষটার মধ্যে যেন বুদ্ধি আটকে থাকেনা ।

❑ পধ কুরে সেরানা ।

রাস্তা ঘেঁষে পায়খানা করে অর্থাৎ আকাট মূর্খ ।

❑ পাস্তে পাস্তে সেরাস্তে ।

পাদ দিতে দিতে পায়খানা করছে অর্থাৎ লাই পেয়ে পেয়ে মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে ।

❑ পান্যা চদক্ ।

খেলো প্রসাধন অর্থাৎ তেলের বদলে মাথায় পানি দিয়ে প্রসাধন করা । ভাবার্থ- খেলো প্রসাধনী ।

❑ পানি কুমত্ বর্শি বানাহ্ ।

জলের কলসীতে টোপ ফেলা অর্থাৎ ঘরের লোকের কাছে লাভের ব্যবসা করা ।

❑ পানি-গুল্যা ভাত ।

যেন পান্ডা ভাত অর্থাৎ ব্যাপারটা খুব সহজ । সংস্কৃতে- ‘জলবৎ তরলং’ ।

❑ পারং চোদোরী ।

লোকে পারে বললে বিপদের ঝুঁকি নিয়েও করতে ছোট। আবার লাই দিতে দিতে কেউ যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় এই উভয় ক্ষেত্রে এটা বলা হয়ে থাকে ।
বাংলায়- খেলো অর্থে, 'করিং কর্ম্ম' ।

❑ পিঝেদি ঘিলা ।

লোকটার গিলা যেন পেটে না থেকে পিঠে বাঁধা । ভাবার্থ- লোকটার বেজায় দুঃসাহস ।

❑ পিত্ত মরা ।

পিত্ত হীন লোক অর্থাৎ নিবীৰ্য কাপুরুষ ।

❑ পিলাবো উবুরে সরবো নেই ।

হাঁড়িটার উপর সরটা নেই । এতই দৈন্যদশা, হাঁড়িতে দেবার কিছু নেই যে মরা চাপা দেবে কিংবা হাঁড়িতে দেবার জিনিস দূরে থাক সরা কেনারও পয়সা জোটেনা ।

❑ পুক্ পোজ্যা কুগুরবো ।

পোকায় খাওয়া যেয়ো কুকুরটা অর্থাৎ লোকটা এক জায়গায় সুস্থির হয়ে বসতে জানেনা ।

❑ পুধি মাজ ফাল্যানি ।

পুঁটি মাছের লক্ষ্যক্ষ অর্থাৎ ছোটলোকের দৃষ্ট ।

❑ পুন কুরে ঘু ।

পৌদের মুখে গু অর্থাৎ লোকটা খুব ভীতু, ভয়ে এই পায়খানা করে ত এই পায়খানা করে ।

❑ পুন চুলচুলি মারানা ।

পাছার চুলকানি উপশম করতে যাওয়া অর্থাৎ বদখেয়াল চরিতার্থ করা ।

❑ পুন চুল্যাহ্ উরি থানা ।

মেরুদন্ডের সর্ব নিম্নের সুরু অগ্রভাগকে 'পুন চুল্যা' বলে । যেন প্রচণ্ড আছাড় খেয়ে সেই হাড় ভেঙ্গে যাওয়া অর্থাৎ প্রচণ্ড আর্থিক মার খাওয়া ।

❑ পুনত্ খাপ্ সম্যো পারাহ্ ।

পৌদে যেন ধারাল বাঁশের ব্লো ঢুকেছে । লোকটা কিছুতেই সুস্থির হয়ে বসতে জানেনা এই অর্থে বোঝায় ।

- ❑ পুন্দুরি উবোৎ অহই চানাহ।
পাছা উর্কে তুলে হেটমুভে দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে দেখা অর্থাৎ পুরো বিদ্যে
প্রয়োগ করে দেখা।
- ❑ পুনে মাধায় এক্ সুরুঙ।
আগাগোড়া সুঙঙ্গের মত ফাঁপা। ভাবার্থ- খুবই সরল লোক।
- ❑ পোরেইয়্যা ঘর তুজ্ বারেঙ।
পরের ঘরের তুমের টুকরি। অবিবাহিত মেয়েছেলেদের বোঝায়।
- ❑ ফাদা বাজত্ বিজা বাছে।
ফাটা বাঁশে কোষ বেঁধেছে অর্থাৎ বেজায় ফ্যাসাদে পড়া গেছে।
- ❑ ফার্ন বান্যাহ না।
কোমর বাঁধা 'না' অর্থাৎ এমন নারাজ কিছুতেই আর 'হ্যাঁ' হবার নয়। উল্লেখ্য,
চাকমা ব্যঞ্জন বর্ণমালা শুরুতেই সব আকারান্ত আর 'না' বর্ণটা দেখতে
কোমরে বাঁধার মত, তাই এর উচ্চারণ 'ফার্নবান্যে না'।
- ❑ ফুদেয়্যা ছাগল্ ছ।
যেন সদ্য বিয়োনো ছাগলের ছানা। বাচ্চা ছেলেরা যখন হাঁটতে গিয়ে ঘন ঘন
আছাড় খেয়ে পড়ে তাদের তখন এ উপমা দেওয়া হয়।
- ❑ ফেলা ফেলা নাবালেং মাজ্।
নাবালেং মাছের দিকদারি করা। নাবালেং এক প্রকার ছোট মাছ, টোপ গিলতে
পারেনা অথচ টোপ খুঁটে খেয়ে, ফাৎনা নেড়ে মাছ শিকারীকে নাজেহাল করে
থাকে। তুলনীয় বাংলায়- ফোঁপড় দালালী।
- ❑ বলে বলে কাখোল্ পাগানাহ।
গায়ের জোরে কাঁঠাল পাকানো ভাবার্থ- অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে দিয়ে চাপ দিয়ে
আদায় করা।
- ❑ বলেহ্ আহত্ থিয়েলে বাজার্ন।
বসলে হাট বসে যায়, দাঁড়ালে বাজার হয়ে দাঁড়ায়। খুব প্রতিপত্তিশালী
বোঝাতেই এটা বলা হয়ে থাকে।
- ❑ বংকুল্ পার্ন অহনা।
বহু দূরে চম্পট দেওয়া। বাংলায়- 'পগাড় পার'।

- ❑ বাঘে মোঝে আহল্ ।
বাঘ আর মহিষ এক জোয়ালে জুতে হাল চম্ভে গেলে যা' হবে অর্থাৎ মহা বিপর্যয় কান্ড ।
- ❑ বাঙামোছ্যা ধরা ।
কাঁধ বেড়িয়ে বেকায়দায় কুস্তি ধরা । বাংলায়- 'ফস্কা গেরো ।'
- ❑ বাজাকুল্ নেই ।
বাঁচার জন্যে কুল দেখা যায় না অর্থাৎ কিছুতেই রেহাই নেই ।
- ❑ বা-ত্ ফরফরানা ।
বাসাতেই ফরফর করা । ভাবার্থ- এখনো মায়ের কোলে ।
- ❑ বান্দর নাগত্ জুক্ সম্যে ।
বান্দরের নাকে যেন জোক ঢুকেছে । অস্থিরতা বোঝাতে এটা বলা হয়ে থাকে ।
- ❑ বারিঝা কুধুগুলা ।
বর্ষার লাউ অর্থাৎ বর্ষাকালে লাউ যেমন তাড়াতাড়ি বাড়ে, তেমনি যার শারীরিক বৃদ্ধি ।
- ❑ বাহ্ কাজাত্ উখ্যে ।
পাখির ছানার খাঁচার মুখে উঠে দাঁড়ানো । ভাবার্থ- লোকটার শিক্ষা এখন সমাপ্তির পথে ।
- ❑ বিজা নেই কারবারী ।
অভ্যকোষহীন কারবারী অর্থাৎ স্ত্রী মোড়ল । অবশ্য খেলো অর্থেই এর ব্যবহার হয় ।
- ❑ বিজোর বিগুন্ ।
বীজের বেগুন অর্থাৎ একমাত্র বংশধর ।
- ❑ বিলেইরে মাজ্ চুগি দেনা ।
বেড়ালকে মাছের পাহারায় নিযুক্ত করা অর্থাৎ ভক্ষককে রক্ষকের ভূমিকা দেওয়া ।

- ❑ বিলেয়ে কুত্তরে/বিলেই লোই ছত্তর ।
বেড়ালে কুকুরে সম্পর্কে । তুলনীয় বাংলায়- ‘অহি নকল সম্পর্ক ।’
- ❑ বিলেই লই উন্দুরবো ।
যেন বেড়াল আর ইঁদুর অর্থাৎ খাদ্য খাদক সম্পর্ক ।
- ❑ বুর্পারা কুরাবো ।
চাকমা সামাজিক বিধিমাতে ‘বালা মুছিবত’ দূর করার প্রক্রিয়াকে ‘বুর্পারা’ বা ‘মাধা ধুয়া’ বলে । এই অনুষ্ঠানে ৩টি মুরগি দেবতার নামে উৎসর্গ করে গেরস্থ সব আপদ বালাই থেকে মুক্ত হয় । সাংসারিক জীবনে তেমনি কাউকে ভর দিয়ে বা বিপদগ্রস্থ করে অন্যেরা দায়মুক্ত হলে প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে এই উপমা দেওয়া হয়ে থাকে । তুলনীয় বাংলায়- ‘বলির পাঁঠা’ ।
- ❑ বেজ্ বাদালি মু ।
বাইশ আর বাঁটালির মত মুখ অর্থাৎ ক্ষুরধার রসনা ।
- ❑ বোইজাক্যা জু ।
বৈশাখ মাসের ভরা সুযোগ । এই মাসে সুবৃষ্টি হলে ঠিক সময়ে জুমে ফসল বোনা যায় আর তাতে সে মৌসুমে খুবই সুফল ফলে । এটাকে বলে ‘বোইজাক্যাজু’ । কোন ব্যাপারে হঠাৎ যখন ঢালাও সুযোগ উপস্থিত হয় তখন তাকেও বলা হয়, ‘বোইজাক্যা জু ।’
- ❑ ভাগস্ত্রন্ উবুজ্যা উগোল্ মাজ্ ।
ভাগের বাড়া চেঙ মাছটা । কেউ কোন কারণে কোন কাজে শরিক হবার অযোগ্য বিবেচিত হলে তাকে এটা বলা হয়ে থাকে ।
- ❑ ভাদ মাস্যা উগোল্ মাজ্ ।
যেন ভাদ্র মাসের চেঙ মাছ,- টোপ ফেলতে না ফেলতে গিলে বসে থাকে ।
যে স্ত্রী বা পুরুষ সহসা ফাঁদে পড়ে, তাদের বলা হয়ে থাকে ।
- ❑ ভাদ মাস্যা এহুঙেলা ।
ভাদ্র মাসের হ্যাংলা কুকুর অর্থাৎ যেখানে মাদী কুকুর সেখানে হাজির হয় ।
অনুরূপ স্বভাবের লোককে এই উপমা দেওয়া হয় ।
- ❑ ভুক্যেই কাখোল্ পাগানাহ্ ।
কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো । ভাবার্থ- গায়ের জোরে সম্মতি আদায় করা ।

❑ ভুদ বালোচ্ ।

ভূতের বালিশ অর্থাৎ লোকটা বেঁটে খাটো আর খুব মোটা ।

❑ মগ জুয়ারে জুয়ারে ফিরে ।

নদীর বাঁকের মাথায় এবং বিভিন্ন জায়গায় যেখানে তীরের মাটি কিছুটা জলের দিকে এগিয়ে এসেছে তার অব্যবহিত নিচের জলে স্রোতের বিপরীতমুখী একটা আবর্তের সৃষ্টি হয়ে থাকে । এটাকে বলে, ‘মগ জোয়ার’ । এই উল্টো স্রোতের সাহায্যে বৈঠা বাওয়া ছাড়াই ঐ জায়গাটা পার হওয়া চলে । মগ জোয়ারে জোয়ারে ফেরে অর্থাৎ লোকটা খুবই সেয়ানা এবং ফিকির করে দায়িত্ব এড়িয়ে চলে ।

❑ মগ পাহ্ দলা ।

যেন মগের উনুনের ঢিবি । পাহাড়ীদের উনুন তিনটে কি পাঁচটা মাটির ঢিবি খাড়া করে বানানো হয় । এই ঢিবিগুলোকে বলে পাহ্-দলা । মগদের পাহ্-দলা নাকি একটু বেঁটে আর গোদাগোদা, তাই ছেলে মেয়েদের মধ্যে যাদের গড়ন ঐ রকম একটু গোটা গোটা তাদের ঠাট্টা করে এটা বলা হয়ে থাকে ।

❑ মদ্ ঝাবা উবুরে ভাত্ ঝাবা ।

মদের নেশার উপরে আবার ভাতের নেশা । এতে কাজের উপরে কাজ, বিপদের উপর বিপদ ইত্যাদি বোঝায় । বাংলায়- ‘গোদের উপর বিষফোঁড়া’ ।

❑ মরা শুরু বাঘ ।

মৃত গরুর উপরই বাঘটার ব্যগ্রত্ব অর্থাৎ লোকটার যত হুঁচি তত্বি শুধু দুর্বলের উপর ।

❑ মা আহরেইয়্যা কুরাহ্ ছ ।

যেন মা হারানো মুরগির ছানা অর্থাৎ আশ্রয় ও রক্ষকহীন অবস্থা ।

❑ মাগানা ঞিয়্যা রামজয় ।

মাগনা খানেওয়ালা রামজয় । ছোটদের বইয়ের নছর পেয়াদার মত বিনে পয়সায় খায়, সব সময় জোটেও বিনে পয়সায় ।

❑ মাদি লই কথা কর্ ।

মাটির সঙ্গে কথা বলছে অর্থাৎ চারাগাছের মত এখনও তার শৈশবাবস্থা ।

□ মাঘ্যা বাগত্ পরানা ।

বাকের মাথায় এসে পড়া যেখানে অনুকূল স্রোত রয়েছে । ভাবার্থ- কাজটা এখন সমাপ্তির পথে ।

□ মিধাশূল্যা ভাত ।

মিষ্টি রাখা ভাত । খেতে যেমন মজা তেমনি সহজে গলাধকরণ করা যায় । ভাবার্থ- খুব সহজ কাজ ।

□ মু সুয়াৎ গরানাহ্ ।

মুখ মিষ্টি করা অর্থাৎ মুখেই শুধু ভালো ভালো কথা বলা, কার্যকালে কিছু না । সংস্কৃতে- বিষকৃষ্ণ পয়ঃমুখঃ ।

□ মুঅত্ বিবু পোজ্যে ।

মুখে বিষ পড়েছে অর্থাৎ বিষ পরবের মত খানা জুটেছে ।

□ মেল মাজ্ ।

এক প্রকার বনৌষধি পানিতে দিলে বিষ ক্রিয়ায় খাবি খেতে খেতে সেখানকার সমস্ত মাছ মরে যায় । একে বলে ‘মেল’ দেওয়া । কারো শারীরিক কাহিল অবস্থা বোঝাতে এটা বলা হয়ে থাকে ।

□ মেলা ভাঙা দুম্ ।

যেন বিয়ের বাজানা বাজিয়ে,- সারারাত বাজানা বাজিয়ে সকালে আসর ভাঙতেই যে যেখানে পারল যে ভাবে খুশি ঘুমিয়ে পড়ল । ছেলেপিলেরা যখন এর মাথা ওর দিকে আর ওর মাথা এর দিকে রেখে এলোমেলো শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে তাদেরও সম্মেহে বিয়ের বাজনা বাজিয়ের দল বলা হয় ।

□ যিয়্যৎ রেত্ সিয়্যৎ কেত্ ।

যেখানে রাত্রি নামে সেখানে শুতে থামে । তুলনীয় বাংলায়- ‘চাল চুলোহীন ভবঘুরে ।’

□ যে অহুইয়ো পাজ্ কথা ।

পাঁচ টুকরো যা হয়েছে তাই সই । বাংলায়- ‘যথালভ’

□ রান্ দেঘেই ছ মাহ্ছ্ ।

রান দেখিয়ে ছয় মাস অর্থাৎ আশা দিয়ে দিয়ে প্রেমিককে ছয়মাস ঘোরানো । আজ হবে কাল হবে করে কেউ কাউকে আশা দিয়ে ঘোরালে এ উপমা দেওয়া হয় ।

❑ রান্যা সুদা পেদানা ।

আগের বছরের পরিত্যক্ত জুমকে ‘রান্যা’ বলে । সেখানে পরের বছরও কচিং এখানে ওখানে কিছু কার্পাস গাছ থাকে । যেন এরূপ রান্যা জুমে কার্পাস তুলতে যাওয়া অর্থাৎ ব্যাপারটা যেমন সময় সাপেক্ষ, তেমনি খুব কম অর্থকরী ।

❑ রোঙ্ড্যাবেঙা ছাগল্লো ।

যেন রোঙ্ড্যাবেঙার ছাগলটা । অনেক দিন আগে রোঙ্ড্যাবেঙা নামে বেজায় গালগল্প বলিয়ে এক চাকমা ছিল । তার নাকি এত ছাগল, সে গুণে শেষ করা যায় না । তবে কিনা খুব ভোরে সে খোঁয়াড়ের দরজা খুলে দেয় আর সারাদিন খালি ছাগল বেরোতে থাকে । সব শেষেরটা যখন বার হয়, সেটা কুল্লে পেছাপ করার সময় পায় । তারপর ফের খোঁয়াড়ে গিয়ে ঢুকতে হয় কারণ, তখন সন্ধ্যা । সবাই তখন আবার খোঁয়াড়ে ফিরছে । কোথাও গিয়ে কাউকে যদি যখন তখন আবার ফিরতে হয় তাকে রোঙ্ড্যাবেঙার ছাগলটার সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয় । কিংবা কেউ কোন কিছু কিনতে কিউতে দাঁড়িয়ে যখন কাউন্টারে পৌঁছল তখন দেখা গেল বিক্রি বন্ধ হয়ে গেছে । যেমন- কোন রেশন সামগ্রী, সিনেমার টিকিট ইত্যাদি । এরূপ বিফল মনোরথ ব্যক্তিও রোঙ্ড্যাবেঙার ছাগলটার সঙ্গে তুলনীয় ।

❑ লগে ঘরবাদর সাপ্বাজ্য ॥ ।

সাপ নাচিয়ে বেদেদের ঘরবাড়ি সঙ্গেই অর্থাৎ ভবঘুরে ।

❑ লরিয়্যা চরিয়্যা বারেঙ্ডো ।

নাড়াচাড়া করার টুকরিটা অর্থাৎ ফাই ফরমাস খাটার ছেলেটা ।

❑ লাধি ঝিয়্যা কাখোল ।

লাথি খাওয়া কাঁঠাল । ভাবার্থ- যে লোককে সব সময় পরের হয়রানি সহ্য করতে হয় ।

❑ লুরিত্তনু পুয়া মাঘানা ।

বৌদ্ধ ভিক্ষুর কাছে ছেলে প্রার্থনা করা অর্থাৎ পুত্র কামনায় স্ত্রীলোকের ব্রহ্মচারীর দ্বারস্থ হওয়ার মত অবাস্তব ব্যাপার ।

❑ লেজ্ নেই কুণ্ডরর্ বাঘ্যা নাং ।

কুকুরটার ল্যাজ নেই, তার নাম কিনা বাঘা । তুলনীয় বাংলায়- ‘কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন ।’

❑ শাগে শুলোয় ।

এক সাথে শাকও খাওয়া তার গোটাও খাওয়া । নষ্ট চরিত্র লোক একই সঙ্গে মা ও মেয়েকে নিয়ে প্রেম জমালে এটা বলা হয়ে থাকে । বাংলায়- “গাছেরও খাই তলারও কুড়াই ।”

❑ শিমেই গাজ্ মনা পোজ্জন্ ।

শিমুল গাছে যেন ময়নার ঝাঁক বসেছে- কিচির মিচির শব্দে কান পাতা দায় । ছেলেপিলেরা যখন বেশি কলরব শুরু করে দেয় তখন তাদের লক্ষ্য করে এটা বলা হয়ে থাকে ।

❑ শিলন্ত্লে কাঙারা ।

পাথরের নিচের কাঁকড়া । একটা পাথরের নিচে একটা কাঁকড়া থাকা নাকি কাঁকড়াদের স্বভাব । সেখানে আরেকটা কাঁকড়া হাজির হলেই অমনি ঝগড়া লেগে যায় । ভাবার্থ- লোকগুলো খুবই কলহপ্রিয় ।

❑ শিংভাঙা কার্ল্ল ।

শিং ভেঙ্গে গাই, আসলে কিন্তু দামড়া । ভাবার্থ- লোকটার কিছু করার বা প্রতিরোধ করার শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে ।

❑ সহস্র বান্ ।

‘আহ্জার বান্’ দেখুন ।

❑ সাত্ বিল চেং এগন্তর্ ।

সাত বিলের মাটির চাকড় একখানে । ভাবার্থ- দূর দূরান্তের বিভিন্ন নামকরা লোকের একত্র সমাবেশ ।

❑ সাত্ বিলত্ আহার গুরি এক্ বিলত্ পাহ্ চুগার ।

সাত বিলে চড়ে বড়ে এক বিলে পাখনা গুকেছে । ভাবার্থ- লোকটা বেজায় ধুরন্ধর ।

□ সাত ভেই গারেঙতুন পোজ্যান্ পারাহ্ ।

সাত ভাই যেন ‘গারেঙ’ (৪) ভেঙ্গে এক সাথে নিচে পড়ে গেছে । মহা বিপর্যয়
কান্ড বোঝাতে এটা বলা হয়ে থাকে ।

(৪) যেখানে হাতিতে ধান খেয়ে যায় সেখানে রাত্রিবেলা পাহারা দেবার জন্যে
কাছাকাছি উঁচু গাছের ডালে যে মাচান বাধা হয় তাকে ‘গারেঙ’ বলে ।

□ সাত যুগ পেজা ।

সাত যুগের প্যাচা । তুলনীয় বাংলায়- তার বয়েসের গাছ পাখর নাই’ ।

□ সুজ্জ উবুরে সোজ্জ ।

সুঁচের উপরে সরষে অর্থাৎ খুবই সঙ্কটজনক অবস্থা ।

□ সোবোনে বাবানা দ্যা শুকুবো ।

যেন শকুনে বায়না দেওয়া গরুটা অর্থাৎ লোকটা এত কুশ হয়ে গেছে যে,
দেখলে মনে হয় মরার আর বাকী নেই ।

- ০ -

বানাহ (চাকমা ধাঁধা)

- ১। আগা আঘে গরা নেই,
খেলা আঘে পাদা নেই।
আগা আছে গোড়া নেই, ডাল আছে পাতা নেই।
- ২। আগা কাবিলে গরা মরে।
আগা কাটলে গোড়া মরে।
- ৩। আগাঝে ঘরবারি পাদলে দুয়ার,
পবনে বাদাজে একেরু আরু যারু।
আকাশে ঘরবাড়ি পাতালে দুয়ার, পবনে বাতাসে আসে আর যায় অর্থাৎ
বাতাসে দোলে।
- ৪। আগাছে ঝিলিমিলি পাদালত্ লেজ
করা বানেইয়ে বুগো ভিদিরে কেজ।
আকাশেতে ঝিলিমিলি পাতালেতে লেজ, কে বানালো তার বুকের ভিতরে
কেশ?
- ৫। আমপাদা ঝেয়েং ঝেয়েং, কাখোল পাদা লেজ,
উরি যারু সর্জ, পুরি যারু দেজ।
আম কাঁঠালের পাতা ঝরে যাচ্ছে, শস্য উড়ে যাচ্ছে আর সারা দেশটা যেন
পুড়ে যাচ্ছে।
- ৬। আহুজিলে তগার, পেলেহ ন আনে।
হারালে ঝোঁজে, পেলে আনেনা।
- ৭। আহুদেহু গুরুগুরি ফাদেহু মাদি,
মাত্যা তেগা হু,
হয় চোখ তিন ফোগোদি,
কাখুন্ আঘে ক।'
হাঁটছে গড় গড় ফাটছে মাটি, মেটে পাখির ছাও,
হয় চোখ তিন ফোকর কার বা আছে কও?

- ৮। উখে ঝন্ঝনাম্ পন্তে পাক্ ঝায়,
আমন আধার পররে জগায়।
ঝন ঝন উড়ে, পাক খেয়ে পড়ে, নিজের আহার পরকে খাওয়ায়?
- ৯। উখে দেম্ দেম্ ন মেলে পাদা,
যে ভাঙি ন পারে তে জনম গাধা।
উঠে গোটা গোটা না মেলে পাতা, ধাঁধা যে ভাঙতে না পারে সে জন্মের
গাধা।
- ১০। উবুরে মালা তলে মালা,
ধগ্দি বেরায় ভালা ভালা।
উপরে নিচে নারকেলের মালার মত দেখতে, ভালোই সে ঠেস্ দিয়ে বেড়িয়ে
বেড়ায়।
- ১১। একুয়া পানি উ কুয়াত্ ঝায়,
মধ্য কুয়াবো শুণনা ঝায়।
এ কুয়োর পানি ঐ কুয়োয় যায়, মাঝের কুয়ো শুক্কনো থাকে।
- ১২। এই দেশে এই নেই,
এ দেজত্ তে নেই।
এই দেখি এই নেই, এই দেশে সে নেই।
- ১৩। এক আহত্ গাচ্ছো,
ফুল ফুদে পাচ্ছো।
একহাত গাছটা, ফুল ফোটে পাঁচটা।
- ১৪। এক্কানি ভুয়্যৎ চেৰ্কানি মাধা,
পেক্ পন্তন্ জদা জদা।
মরা পেঘে যুদ্ধ গরে,
যে বুঝে তে বুঝি পারে।
এককানি জমির চারকানি মাধা, পাখি বসেছে জটা জটা। মরা পাইক যুদ্ধ
করে, যে বুঝে সে বুঝতে পারে।
- ১৫। এক্ পাদায় বুরাহ্ অহয়।
এক পাতা মেলেই বুড়ো।

- ১৬। এক বিগোত্যা পাদি,
 শুধি শুদ্ধ আদি।
 বিষত খানেক পাটি, (তাতেই) গোষ্ঠী শুদ্ধ আঁটি (ধরি)।
- ১৭। একুলে ধুম্ ধাম্ উকুলে বিয়া
 ভাঙা নারিকুল জরা দ্যা।
 এপারে ধুম্‌ধাম্ ওপারে বিয়ে, ভাঙা নারিকেল জোড়া দিয়েছে।
- ১৮। এহুদো নয় শরদা আঘে,
 বাঘ নয় শুজুরে,
 পক্ষী নয় উরে।
 হাতি নয় কিন্তু শূঁড় আছে, বাঘ নয় কিন্তু গর্জন করে, আবার পাখিও নয় কিন্তু
 উড়ে।
- ১৯। ওহলোদ ফুল্ চোনচোনি মালা,
 ধরিয়া ন পারে বেদাগী কাদা।
 হলুদের ফুলের যেন প্রাণ চন্মন্ করা মালা; কিন্তু ছোঁয়া যায়না, বেতের
 কাঁটার মত কাঁটা ফোটে।
- ২০। কাজা লক্খে ভেক্‌ভেক্যা
 পাগিলে সিন্দুর,
 যে ভাঙি ন পারে তে-
 শুধি শুদ্ধ উন্দুর।
 যখন কাঁচা ভ্যাস্‌ভেসে, পাকলে যেন সিন্দুর,
 ধাঁধা যে ভাঙতে নারে সে গোষ্ঠী শুদ্ধ ইঁদুর।
- ২১। কামাহ্ কুরো গাচ্ছো লরে- ন পরে।
 খাড়া পাহাড়ের ধারে গাছটা নড়ে কিন্তু পড়েনা।
- ২২। কালা কালা খেয়্ খায়্
 যে ভাঙি ন পারে তে মেয়্ খায়্।
 কালো কালো খড়্ খায়, ধাঁধা যে ভাঙতে নারে সে মার্ খায়।
- ২৩। কালা পোরোত্ মালা ভাজে।
 কালো পুকুরে মালা ভাসে।

- ২৪। কাল্যা পুনান্ রাঙ্ঘ্যা লিয়ান্ন ।
কাল চাঁদের পৌদে লাল চাঁদ চাটে ।
- ২৫। খায়দে ওলাবোন্ বোধু নেই ।
খাবার গোটা কিন্তু তার বোঁটা হয়না ।
- ২৬। খায়দে শাক্তানন্ ফুল্ নেই ।
খাবার শাকটার ফুল হয়না ।
- ২৭। খেনে ধরে কোন্ ফুল
খেনে ধরে চিনি মন্তন্ কলা
পাগিলেহ্ ফলাইয়্যা ফল্
মনে আছে কৌতূহল,
চৈত্র মাসে দিলে দেয় উর্গা?
সময়ে ফুল ধরে যেন কোরফুল, সময়ে ফল ধরে যেন মর্ত্তমান কলা । আর
চৈত্রমাসে যখন পাকে তখন কিসের কৌতূহলে যেন আকাশে উড়াল দেয় ।
- ২৮। খেলে এক কুরুম্,
ন খেলে এক কুরুম্ ।
বেশি খেলেও এক টুকরি, একটা খেলেও এক টুকরি । আসল কথা
জিনিষটাই দেখতে কুরুম্ অর্থাৎ টুকরির মত ।
- ২৯। গরা খচ্চচ্যা, আগা লক্লক্যা,
ভিরাজিয়া পুনান্ রাঙ্ঘা দক্ধক্যা ।
গোড়া খস্খসে, আগা লক্লকে, ভিরাজির মায়ের পৌদটা (ফুলটা) লাল
দগদগে ।
- ৩০। গাঙ্ঘ কুলে কুলে বাঙাল ঘর
আধু পারি পারি সালাম কর ।
গাঙের কুলে কুলে বাঙালীর ঘর, হাঁটু গেড়ে বসে সালাম কর ।
- ৩১। গাঙ্ঘ কুলে কুলে বোরোই গাঙ্ঘ ঝলঝলতা ধরে,
রাজা এখন্ বাদশা এখন, সালামগুরি পড়ে ।
গাঙের কুলে কুলে যেন কুলগাছ খুব ফল ধরে । যে আসে সে তার পায়ে নত
হয়ে পড়ে যেন রাজা কিংবা বাদশা এসেছে ।

- ৩২। গাজ্ অহুয়ো চক্ৰ্ চক্ৰ্, পাদা অহুয়ো শেল্,
যে ভাঙি ন পারে তে শুধি শুদ্ধ গেল্।
গাহ্ হ'ল চক্ৰ আঁকা, পাতা যেন শেল্, ধাঁধা যে ভাঙতে নারে শুষ্ঠীশুদ্ধ গেল।
- ৩৩। গাজ্ মাধাৎ চিগোন্ সাপ্
বদা পারে ঝাক্ ঝাক্।
গাছের মাথায় চিকন সাপ, ডিম দেয় সে ঝাঁকে ঝাঁক অর্থাৎ অগণিত।
- ৩৪। গাজ্ মাধাৎ পানি কুরা।
গাছের মাথায় পানি কুরো।
- ৩৫। গাজ্ মাধাৎ বাঙাল দেই।
গাছের মাথায় বাঙালি দা'।
- ৩৬। গাত্ খুয়ায়,
খাম ন খুয়ায়।
গর্ত খোলে, খুঁটি খোলেনা।
- ৩৭। গাদত্বন্ নিহুগিলি নাগত্ কামারায়।
গর্ত থেকে বেরিয়েই নাকে এক কামড়।
- ৩৮। গুজ্জাৎ বুজ্জা লংখরং,
খেং দি চা, লেং গরং।
কুঁজো বুড়ো কেন রে খাড়া? পা দিয়ে দেখ করবো খোঁড়া।
- ৩৯। গুরি লুদিবাজ্,
ফুল নেই, পাঘোর নেই
ধরে বারমাজ্।
ছোট লতা বাঁশ; ফুল নেই, পাগড়ি নেই, ধরে বারমাস।
- ৪০। চাদিগাং সরত্ আশুন্ বাষ্যে,
কোল্কাদা সরত্ জগার পোষ্যে।
চাঁটগা শহরে আশুন লেগেছে আর এদিকে কলকাতা শহরে হৈ চৈ পড়ে
গেছে।

- ৪১। চাল আষে তলা নেই,
পঝা থবার্ জাগা নেই।
চাল আছে তলা নেই, বোঝা রাখার জায়গা নেই।
- ৪২। চেখেং উভা, কাঙেলং লেজ্।
চার পা উর্কমুখী কোমরে ল্যাজ।
- ৪৩। ছরা আগের লুরি(১) ক্যাং (২)
মায়ে ঝিরে একুই রং।
ছড়ার উজানে বৌদ্ধভিক্ষু বিহার
মা আর মেয়ে দুজনের এক বর্ণ।
(১) লুরি- প্রাচীন মহাযানী বৌদ্ধ ভিক্ষু।
(২) ক্যাং- বৌদ্ধ বিহার।
- ৪৪। ছারা ঘরং বুরি দুদুরায়।
পোড়োবাড়িতে যেন বুড়ি দাপাদাপি করে।
- ৪৫। ছিদিলুং কাল্যাজিরা, উদিল সদরক্ চারা,
ফুদিল মালতী ফুল ধর্ল করঙা।
কালোজিরে ছিটিয়েছি, হলো গাঁদা ফুলের চারা। ফুল হলো যেন মালতী ফুল
আর ফল হলো যেন কামরাঙা।
- ৪৬। জেদারে মরায় গিলে।
জ্যাস্তকে মৃত গিলে খায়।
- ৪৭। জেদা লকে এক মলেহ দুই।
জ্যাস্ত অবস্থায় এক, মরলে দুই।
- ৪৮। ঝারত্বন্ নিহগিলি ভজ্জা,
পুনত্ লুধি মাধাং পঝা।
জঙ্গল থেকে বেরোল ভজ্য, পৌদে লাটি, মাথায় বোঝা।
- ৪৯। দজ্ ভেয়ে তগায়, দি ভেয়ে মারে।
দশ ভাইয়ে ঝোজে, দু'ভায়ে মারে।

- ৫০। দি ভেয়ে লরা লরি।
দু'ভায়ে দৌড়াদৌড়ি।
- ৫১। দি রান্ চেগেই,
মধ্যে ভোরেই-
চাপ্ দিলে কাম অহয়,
খিয়্যান্ ভাবয়্ সিয়্যান্ নয়।
দুই রান্ চিরে মাঝখানেে ভরে, চাপ দিলে কাজ হয়; যা ভাবহ তা' নয়।
- ৫২। দুয়ারত্ আদে,
ঘরত্ ন আদে।
দুয়ার দিয়ে ঢোকে কিন্তু ঘরে ধরেনা।
- ৫৩। ধুব্ তুরিপোরি চুব্ তুরি থায়,
যে ভাঙি ন পারে তে বেকান খায়।
ধুপ্ করে পড়ে চুপ্ মেরে যায়, ধাঁধা যে ভাঙতে নারে সে-ই সবকিছু খায়।
- ৫৪। পাজ্ ভেয়ে ধরে বস্তিজ্ ভেয়ে ভিরে,
এক ভেয়ে খেলা দিলে দজ্যা মুরত পরে।
পাঁচ ভাইয়ে ধরে বত্রিশ ভাইয়ে কষে আর এক ভাই ঠেলা দিলে গভীর
দরিয়ায় গিয়ে পড়ে।
- ৫৫। ফেল্যে - ফেল্,
নলেহ্ ইজ্জত গেল্।
ফেলবে তো ফেলো, নইলে ইজ্জত গেলো।
- ৫৬। বিল বগা বিলত্ চরে,
বিল্ শুগেলে বগা মরে।
বিলের বগা বিলে চরে, বিল শুকোলে বগা মরে।
- ৫৭। মরায় জেদা বয়্।
মৃত্ জ্যান্তকে বয়ে বেড়ায়।
- ৫৮। মা কান্দে পুয়া দাঙয়্ অহয়।
মায়ে কাঁদতে ছেলে বাড়ে।

- ৫৯। মাস্ত্রন্ ষিয়্যন্ ষিয়্যস্ত্রন্ সিয়্যন্,
তুই তারে ললেহ্ কুয়ান?
মায়ের যা, মেয়েরও তা, তুমি তবে নিলে কোনটা?
- ৬০। মাথাং খড়গ তাল্লোং চুল,
দজ্জ্ থেং তিন লেত্তুর্।
মাথায় খড়গ তালুতে চুল, দশখানা পা তিনটে লেত্তুর্।
- ৬১। মাথাং ছাদি কাঙেলং লুধি,
পুনস্তলে মস্ত ইক্ ভুদি।
মাথায় ছাতি কোমরে লাঠি, পাছার নিচে মস্ত এক গাঁটরী।
- ৬২। মুই আঘং খালে নালে, তুই আঘচ্ কুবস্তলে,
তল্লুই মল্লুই দেঘা অহব মরণন্ কালে।
আমি আছি খালে নালে তুমি আছ ঝোপের তলে,
তোমার আমার দেখা হবে মরণেরি কালে।
- ৬৩। মুরেদি পারে বদা, পুনে পারে ছ,
পল্লা পল্লি কেইয়্যান, সিভা কন্না ক?
মুখে পাড়ে ডিম, পৌদে বিয়োয়্ ছা,
পরত্ পরত্ গা খানা বলতো কি তা?
- ৬৪। মুরাহ্ উবুরে কাক্যা চলে।
পাহাড়ের উপরে ভেলা চলে।
- ৬৫। লুদি তান্যে মোন্ ওজুরে।
লতা টানলে পাহাড় ডাকে।
- ৬৬। লুদি তান্যে মোন্ ধুলে।
লতা টানলে পাহাড় নড়ে।
- ৬৭। শন্ চিরি চিরি সাপ ধায়।
শন চিরে চিরে সাপ পালায়।
- ৬৮। শিরা নেই পেদা মানুচ্ গিলে।
মাথা নেই পেটটা, মানুষ গিলে গোটা গোটা।

বানাহর উত্তর (ধাঁধার উত্তর)

- ১। স্বর্ণলতা।
- ২। ছড়ায় বাঁধ দেওয়া, তখন নিচের জল শুকিয়ে যায়।
- ৩। বাবুই পাখির বাসা।
- ৪। প্রথম পঙ্ক্তির অর্থ আমগাছ, দ্বিতীয় পঙ্ক্তির উত্তর আমারে আঁটি যার সর্বাস্থে কেশের মত আঁশ আমার বুকেই গজিয়ে থাকে।
- ৫। সূর্য।
- ৬। পথ (হারালে সবাই খোঁজে কিন্তু খুঁজে পেলে কেউ সঙ্গে আনেনা)।
- ৭। কৃষক আর তার লাঙ্গলে জোতা দুই বলদ।
- ৮। ঝাঁকি জাল।
- ৯। গবাদি পশুর শিং।
- ১০। কচ্ছপ।
- ১১। মদ চোয়ানো (distillation) গরম পান্নের জল বাষ্প হয়ে একটা নলের ভেতর দিয়ে গিয়ে আরেকটা ঠান্ডাপান্নে পড়ে। মাঝের নলে কিন্তু কোন জল জমা হওয়ার অবকাশ থাকেনা।
- ১২। বিজলী চমক।
- ১৩। কনুই পর্যন্ত হাত ও পাঁচটা আঙ্গুল।
- ১৪। পাশাখেলা।
- ১৫। ব্যাঙের ছাতা।
- ১৬। বই- বিষয় প্রমাণ বইয়ে গোষ্ঠীগুণ লোকের ইতিহাস লেখা যায়।
- ১৭। বন্দুক- যেখানে শব্দ হয় তার বহুদূরে যখন শিকারের গায়ে গিয়ে লাগে তখন মহাভোজের সূচনা করে আর বন্দুকটা যেন একটা ভাঙ্গা জিনিষ, কেবল জোড়া দিয়ে রাখা হয়েছে।

- ১৮। কুমুরেং বা কোমোরেং পোকা- বাঁশ-কড়ুলের মধ্যে জন্ম এবং বাঁশ-কড়ুল
খেয়ে পোকা হয়ে উড়ে যায়। দেখতে অনেকটা একটা ক্ষুদ্র হাতির মত।
গুঁড় আছে এবং উড়তে পারে। ওড়ার সময় যে শব্দ হয় তা দূরগত বাঘের
গর্জন বলে ভ্রম হয়।
- ১৯। বোলতা।
- ২০। মাটির হাঁড়ি পাতিল ইত্যাদি।
- ২১। চোখের ভ্রু।
- ২২। চুলকাটার কাঁচি।
- ২৩। চাঁদ।
- ২৪। রান্নাকরা- কেলে হাঁড়ির তলায় লাল আগুনের আঁচ লাগা।
- ২৫। ডিম।
- ২৬। পান।
- ২৭। শিমূল- ফুল থেকে পেকে ঝরে পড়া পর্যন্ত অবস্থা বর্ণনা।
- ২৮। শামুক- দেখতে শামুকের মত। কুরুম এক প্রকার ছোট বেতের টুকরি।
২/৩ সের ধান ধরে এবং জুমে ধান বপনের কাজে লাগে।
- ২৯। মিষ্টি কুমড়োর শাক আর ফুল- ডাঁটা, পাতা সব খসখসে আর ফুলটা লাল
টকটকে।
- ৩০। কাঁকড়ার গর্ত দেখতে কুঁড়ে ঘরের মত। কাঁকড়া ধরতে হলে গর্তের সামনে
হাঁটু গেড়ে বসে গর্তে হাত ঢুকাতে হয়, তাতেই ভঙ্গিটা অনেকটা প্রণামের
মত দেখায়।
- ৩১। লজ্জাবতী লতা- কুলগাছের মত কাঁটায় ভরা এবং অজস্র। সামান্য স্পর্শে যার
তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে সালাম জানায় যেন কোন রাজা বাদশা এসেছে।
- ৩২। খেজুর গাছ।
- ৩৩। মরিচা- ছোট জাতের বেত- থোকা থোকা অজস্র গোটা ধরে।
- ৩৪। ডাব।

- ৩৫। খনা।
- ৩৬। আংটি।
- ৩৭। পাদের গন্ধ।
- ৩৮। ঈধি- এক প্রকার ফাঁদ। গাছ বা বাঁশের কঞ্চি একমাথা মাটিতে পুঁতে অপর মাথা নুইয়ে মাটিতে ফাঁদ পাতা হয়। কোন কিছুতে ফাঁদে পা দিলেই ফাঁদ ছুটে গিয়ে শিকারকে সজোরে উপরে টেনে তোলে।
- ৩৯। পান- দেখতে ক্ষুদ্র লতা বাঁশের মত, ফুল, পাপড়ি কিছু হয়না।
- ৪০। হুকোয় তামাক খাওয়া- কোথায় আগুন জ্বলে আর কোথায় গুড় গুড় শব্দ হয়।
- ৪১। ছাতা।
- ৪২। ধুলোন্- পাহাড়ী শিশুদের দোলনা- চারকোনার রশিগুলো ঠ্যাংয়ের মত উপরদিকে খাড়া আর তলায় ল্যাজের মত দোলনা দোলানোর জন্যে রশি বাঁধা।
- ৪৩। হলুদ- সব হলুদই বৌদ্ধভিক্ষুদের কাপড়ের মত রং।
- ৪৪। খই ভাজা।
- ৪৫। তিল- বীজ বপন থেকে ফসল ধরা পর্যন্ত বিবিধ অবস্থার বর্ণনা।
- ৪৬। গেঞ্জি, সার্ট ইত্যাদি।
- ৪৭। ঝিনুক- মৃত্যুর পর দু'ভাগ হয়ে যায়।
- ৪৮। আনারস।
- ৪৯। দশ আঙ্গুলে উকুন বাছা আর দুই নখে টিপে মারা।
- ৫০। দুই পা- এ ওকে দৌড়ায়, ও একে দৌড়ায়।
- ৫১। জাঁতি।
- ৫২। আলো- দরজা দিয়ে ঢোকানো যায় কিন্তু ঘরে ধরেনা কারণ বাইরে ছিটকে আলো বেরিয়ে পড়ে।
- ৫৩। শু।

- ৫৪। ভাত খাওয়া।
- ৫৫। পায়খানার বেগ- পায়খানা।
- ৫৬। চেরাগ।
- ৫৭। ঝড়ম।
- ৫৮। চরকা কাটা- ঘ্যানরু ঘ্যানরু চরকায় শব্দ হয় আর ওদিকে টাকুতে গিয়ে সূতো জমে উঠে।
- ৫৯। স্বভাব।
- ৬০। চিৎড়ি।
- ৬১। ওলকচু- গাছ সহ (পাতা ছাতার মত, ডাঁটা লাঠির মত আর নিচে ওলকচুটা একটা গাঁটরীর মত)।
- ৬২। মাছ আর মরিচ।
- ৬৩। কলাগাছ।
- ৬৪। কাঁকই।
- ৬৫। লাটিম- রশিতে জোরে টান দিলে লাটিমটা বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরতে থাকে।
- ৬৬। দোলনা- দোলনার দড়িটা টানলে দোলনা দোলে।
- ৬৭। বিয়োং- নিকষ কালো রঙের চাকমা তাঁতের ছানা।
- ৬৮। গেঞ্জি, সার্ট ইত্যাদি।

- ০ -